



হাদ ভেঙে
শিশু হত
খেলতে গিয়ে মাথায়
শৌচালয়ের ছাদ
ভেঙে পড়ে মর্মান্তিক
মৃত্যু হল এক
শিশুর। ঘটনাস্থতি
ঘটে ইউপিতে
পৃষ্ঠা ৫



কলকাতা সংস্করণ

নৌকাডুবি
লিবিয়া উপকূলে
ভয়াবহ নৌকা
ডুবির ঘটনায়
নিখোঁজ ৩০
অভিবাসন
প্রত্যাশী
পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ □ ১৫৪ সংখ্যা □ ১৪ মার্চ, ২০২৩ □ ২৯ ফাল্গুন ১৪২৯ □ মঙ্গলবার

৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 154 • 14 March, 2023 • Tuesday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

বন্ধ হলো আরও একটি মার্কিন ব্যাংক

ওয়াশিংটন, ১৩ মার্চ : সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার পর এবার বন্ধ হলো যুক্তরাষ্ট্রের আরও এক জনপ্রিয় ব্যাংক। রোববার বন্ধ হয়ে যায় সিগনেচার ব্যাংক। সিলিকনের মতো তার গচ্ছিত অর্থ ও যাবতীয় নথিপত্র অধিগ্রহণ করেছে সরকার। জনপ্রিয় ছিল নিউইয়র্কের সিগনেচার ব্যাংক। বহু মানুষ এই ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ রেখেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি ব্যাংকটির অগ্রগতি থমকে যায়।

সিগনেচার ব্যাংকের আগে শুক্রবার সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়। তার নথিপত্রও অধিগ্রহণ করেছে সরকার। ২০০৮ সালের বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার পর, একেই খুচরো বার্ষিক ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় বার্থতা বলা হচ্ছে।

প্রযুক্তিভিত্তিক স্টার্টআপগুলোতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অল্প সময়ে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেছিল সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক। আমেরিকার বন্ডেই এই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু মূল্যস্ফীতির হার কমাতে ফেডারেল রিজার্ভ গত বছর সুদের হার বাড়তে শুরু করে, যার ফলে বন্ডের দর কমে যায়। স্টার্টআপগুলোও করোনা মহামারির পর থেকে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। ব্যাংক থেকে গ্রাহকেরা সঞ্চিত অর্থ তুলে নেন। গ্রাহকদের টাকার জোগান দিতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে নিজেদের শেয়ার বিক্রি করতে হয়। ফলে অচিরেই ব্যাংকের অর্থ টান পড়ে। কিছু দিন আগেই সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের পক্ষ থেকে যে পরিসংখ্যান দেখানো হয়েছিল, তাতে বলা হয়, ব্যাংকটি গত কয়েক দিনে প্রায় ২০০ কোটি ডলার খুইয়েছে। ফলে ব্যাংকের বিপর্যয় এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে পড়ে। একই পরিণতি হলো সিগনেচার ব্যাংকেরও।

অস্কার জিতল আরআরআর ছবির গান নাটু নাটু

বিশেষ সংবাদদাতা : বিদেশের মাটিতে ভারতের জয়। গোল্ডেন গ্লোবস অ্যাওয়ার্ডস-এর মঞ্চে বাজিমাত করার পর এবার দেশকে অস্কার এনে দিল RRR। অতিমারী উত্তরপরে যে সিনেমা আন্তর্জাতিক সিনেমাদানে ভারতের বিনোদননিয়ার মোড় ঘুরিয়েছে, এবার সেই ছবির ঝুলিতে অস্কার। বিরাট জয়। আবারও এসএস রাজনৌলীর মুকুটে নতুন পালক।

৯৫তম অ্যাকাডেমি পুরস্কারের মঞ্চে সেরা অরিজিনাল সং বিভাগে অস্কার জিতে নিল আরআরআর সিনেমার নাটু নাটু গান। সোমবার সকালে যে খবর প্রকাশে আসার পর থেকেই উচ্ছ্বসিত গোটা দেশ। উল্লেখ্য, আরআরআর-এর সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন এনএম কিরাবাণী। এদিন অস্কারের মঞ্চে আনন্দে রাজমেলীর জন্য দু-কলি গাইতেও দেখা গেল তাঁকে। আর পশ্চিমী আঙিনাতেও যে ভারতীয়

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিসি রায় রায়ে শিশু মৃত্যুমিছিলে আরো চার



সোমবারে বিসি রায়
কালান্তরের ক্যামেরায়

স্টাফ রিপোর্টার : এখনও অব্যাহত শিশু মৃত্যু। ঘটনাস্থল সেই বিসি রায় হাসপাতাল। আর আতঙ্কের নাম অ্যাডিনোভাইরাস। আর জ্বর-শ্বাসকষ্ট নিয়ে একের পর এক শিশুর মৃত্যু ঘটে চলেছে। প্রত্যেকটি শিশু মৃত্যুই অ্যাডিনোভাইরাসের জেরে হয়েছে তেমন নয়। তবে বি সি রায় শিশু হাসপাতাল কিংবা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে পা রাখলেই বাবা-মায়ের বুক ফাটা কান্না শোনা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আবার শিশুমৃত্যুর খবর এল বিসি রায় হাসপাতাল থেকে। রবিবার রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত মোট চারজন শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। হাসপাতাল সূত্রে খবর, রবিবার রাতে মৃত্যু হয় উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর বাসিন্দা মারিয়া মণ্ডলের (৫)। শিশুটি জ্বর-শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। তারপর মারা যায়। আবার রবিবার রাতেই আরও এক শিশুর মৃত্যু হল। শিশুটি উত্তর ২৪ পরগনার

বাদুড়িয়ার বাসিন্দা। এই শিশুরও জ্বর-শ্বাসকষ্টের সমস্যা ছিল। রাত বেশি গড়াতেই খবর আসে হাসপাতালে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এমনকি সোমবার সকালেও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

জানুয়ারি মাস থেকে আজ ১৩ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত রাজ্যে মোট মৃত শিশুর সংখ্যা ১৪৭। কলকাতার বিসি রায় শিশু হাসপাতালেই মোট ৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে সংখ্যাটা ২০জন। আরজি করে মৃতের সংখ্যা ২৫। চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে ১০ শিশু মারা গিয়েছে। ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথে ৭ জন শিশু মারা গিয়েছে। যদিও পিয়ারলেস হাসপাতালে সংখ্যাটা মাত্র দু'জন। পুকুরিয়া মেডিক্যাল কলেজে একজনের মৃত্যু হয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে দু'জন শিশুর জীবন গিয়েছে। রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ, বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ এবং বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে যথাক্রমে দুজন করে শিশুর মৃত্যু হয়।

সম্প্রতি আইসিএমআর নাইসেডের সমীক্ষা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, অ্যাডিনোভাইরাসের প্রকোপের শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। পাঁচ রাজ্যের মধ্যে প্রথমেই বাংলা। তাই প্রশ্নের মুখে পড়েছে স্বাস্থ্য ভবন। যদিও স্বাস্থ্য ভবনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অ্যাডিনোভাইরাস নিয়ে আতঙ্কের কিছু নেই। পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। এই ভাইরাস থেকে মুক্তি মিলবে কবে? এই প্রশ্নই এখন শোনা যাচ্ছে শিশুদের পরিবারের সদস্যদের মুখে।

বিরোধী মিছিলে একত্রে হাঁটলেন কংগ্রেস, বাম, আপ ও বিআরএস নেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : বিজেপি বিরোধী রাজনীতি নতুন মোড় নিল। মোদি সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে বিরোধী নেতারা এদিন সংসদ ভবন থেকে বিজয়চক পর্যন্ত এক মিছিল করেন। মিছিলে নেতৃত্ব দেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়াগে। তাৎপর্যপূর্ণ হল, এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তেলেঙ্গানার ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি এবং আপনার সাংসদরাও। রাজনীতি বিশেষজ্ঞদের কাছে এদিনের এই যুক্ত মিছিলের পর অনেকেই জানতে চাইছেন এতদিন কংগ্রেসের সঙ্গে এই দুটি দলের যে ব্যবধান ছিল তা কি কাটল! তারা কি পরস্পরের কাছাকাছি আসছেন। এদিনের একটি মিছিল থেকেই কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা না গেলেও জাতীয় রাজনীতিতে এটি যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মিছিলের শেষে বিজয়চকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাড়াগে কড়া আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে। কেমব্রিজে ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে রাখল গান্ধির কিছু মন্তব্যে তীব্র সমালোচনা করেন মোদি — সে সম্পর্কে এদিন খাড়াগে বলেন, আশ্চর্য হল, গণতন্ত্র ধ্বংস করছেন যারা, তারাই মুখে গণতন্ত্র রক্ষা করার কথা বলছেন। মোদির আচরণ তো স্বৈরাচারীর মত। মোদি অতীতে বহুবার বিদেশ সফরে গিয়ে নিজের দেশ সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। তাতে কি দেশের ভাবমূর্ত্তিতে কালি পড়েনি! সেগুলো সব আমাদের কাছে এবং আরও অনেকের কাছে রেকর্ড করা আছে। মোদি কিছু বললে দোষ হয়না আর রাষ্ট্রপতী বললেই দোষ! আসলে সরকারের লক্ষ্য

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

আজ উচ্চমাধ্যমিক ট্রেন বাতিল শঙ্কায় রাখছে পরীক্ষার্থীদের

স্টাফ রিপোর্টার : গত কয়েকদিন ধরেই ট্রেনের সমস্যা চলছে। এদিকে আবার আজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ট্রেন সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। রয়েছে একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষাও। উচ্চমাধ্যমিক ও একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা মিলিয়ে প্রায় ১৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেবেন। এইভাবে ট্রেনের সমস্যা চলতে থাকলে পরীক্ষার্থী ও শিক্ষকরা সমস্যায় পড়তে পারেন। এই মর্মেই পূর্ব রেলের জিএমকে চিঠি লিখলেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি। আপনারা আপনারদের প্রযুক্তিগত কাজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে করুন। সকাল ১০টা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রথম দিন ছাত্র-ছাত্রীরা সকাল আটটার সময় থেকেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেন। অফিস যাাত্রীদের পাশাপাশি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও ট্রেনে থাকবে। ট্রেন সমস্যার জন্য ভিড় হলে পরীক্ষার্থীদের মানসিক সমস্যা তৈরি হতে পারে। কোনও ট্রেন যাতে বাতিল না হয় সেটি আপনারা নিশ্চিত করুন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সীমাকে এর আওতা থেকে বাদ দিন, এমনই অনুরোধ জানিয়ে চিঠি সংসদের। এরপর তড়িঘড়ি

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

গ্রামান্যেয়নের ১৭৭৪ কোটি টাকা খরচই হয়নি

স্টাফ রিপোর্টার : সামনে পঞ্চায়েত ভোট। গ্রামান্যেয়নে গত এক বছরের বেশি সময় ধরে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ। রাজ্য আর্থিক সঙ্কট রয়েছে। তবুও পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা খরচ না হয়ে পড়ে রয়েছে ১৭৭৪ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। নবান্বিত কর্তাদের তৎপরতায় খরচে সামান্য গতি এলেও মার্চের মধ্যে খরচ করতে পারবে বলে নিশ্চিত। পঞ্চায়েত দফতরের রিপোর্ট বলছে, ১০ জেলায় ৪০ শতাংশের বেশি টাকা পড়ে রয়েছে। এই জেলাগুলি হল, বাঁকুড়া, পুরুল্লিয়া, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে প্রতিটি জেলাকে জনসংখ্যার নিরিখে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়। পাঁচ বছর ধরে ধাপে ধাপে কেন্দ্র যা বরাদ্দ করে। এই টাকার বড় অংশে খরচের দায়িত্বে থাকে গ্রাম পঞ্চায়েত।

নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক ৬০ শতাংশ টাকা খরচ হওয়ার কথা। একে শর্তাধীন তহবিল বা টায়েড ফান্ড বলা হয়। পানীয় জল ও স্যানিটেশন প্রকল্পে এই টাকা খরচ করতে হয়। প্রতি বছর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির মধ্যে জেলাগুলিকে এই তহবিলের

২ পৃষ্ঠায় দেখুন



নতুন করে মহারাষ্ট্রে অন্নদাতাদের লং মার্চে সামিল স্বাস্থ্য কর্মী, অন্যান্য পেশাজীবী ও আদিবাসীরা।

ফটো : সংগৃহীত

নাসিক থেকে মুম্বাই আবার লাল ঝান্ডার কৃষক লং মার্চ

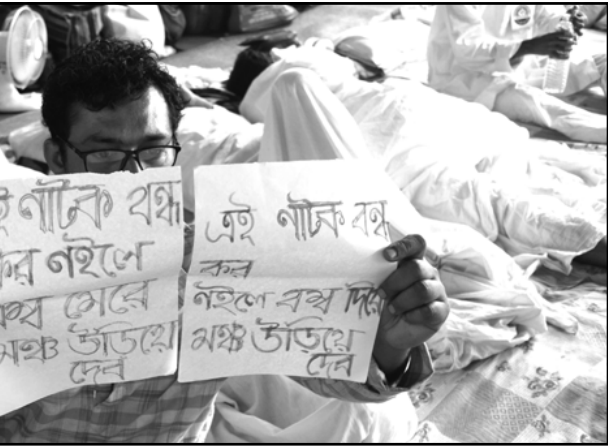
নাসিক, ১৩ মার্চ : আবারও রাস্তায় নেমেছেন মহারাষ্ট্রের হাজার হাজার কৃষক। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি)-সহ একাধিক দাবিতে নাসিক থেকে মুম্বাই পর্যন্ত, দীর্ঘ ১৭০ কিলোমিটারের লং মার্চ শুরু করেছেন তাঁরা। পৈয়াজের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি), কৃষি ঋণ মুকুব, কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য, অতিবৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতিপূরণ, ভূমিহীন আদিবাসীদের জঙ্গলের জমির পাট্টার দাবিতে এই আন্দোলনে নেমেছেন দেশের অন্নদাতারা। শুধু কৃষকেরা নন, এই পদযাত্রায় অংশ নিচ্ছেন স্বাস্থ্য কর্মী বা আশা কর্মী এবং আদিবাসীরাও। আর, এই লং মার্চ-এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রাক্তন বিধায়ক জে পি গাভিত। কুইন্টাল প্রতি কমপক্ষে ৬০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে কৃষকেরা। আর, এই দাবিকে সমর্থন করেছে রাজ্যের প্রাক্তন শাসক বর্তমানে বিরোধী জেটি মহা বিকাশ আঘাদি (এমভিএ)। এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য পরের মরসুম থেকে কুইন্টাল প্রতি ২০০০ টাকা এমএসপি চেয়েছে আঘাদি জেটি।

যখন পৈয়াজের ন্যূনতম মূল্য না পেরে, ক্ষোভে রাস্তায় পৈয়াজ

ঢেলে দিয়েছেন কৃষকেরা তখন লাল ঝাণ্ডা এবং দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে হাঁটছেন কৃষকেরা। এই লং মার্চ প্রসঙ্গে, প্রাক্তন বাম বিধায়ক জে পি গাভিত বলেন, কেন্দ্র এবং রাজ্যে জনগণের স্বার্থে জনগণের সমস্যার জন্য লড়াই করছি আমরা। আমরা এমন কিছু করব না, যাতে সাধারণ মানুষের সমস্যা হয়। এরই মাঝে জানা যাচ্ছে, কৃষকদের তৃতীয় এই নাসিক-মুম্বাই 'লং মার্চ' এর মুখে বেজায় চাপে পড়েছে মহারাষ্ট্র সরকার। সোমবার, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পেয়াজের প্রতি কুইন্টাল ৬০০ টাকা ভর্তুকি ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিঙ্গে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই চোখের জল ফেলে আসছেন কৃষকেরা। সামান্য লাভ তো দূরের কথা, পৈয়াজের উপাদান খরচই তুলতে পারছেন না তাঁরা। পাইকারি বাজারে কুইন্টাল প্রতি পৈয়াজের দাম মিলেছে মাত্র ২ টাকা। এ সংকট নিরসনে সরকারের হস্তক্ষেপ চাইলেও, অসহায় কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে চায়নি সিঙ্গে সরকার। তবে, নতুন করে আবার কৃষক 'লং মার্চ' শুরুর পরেই নড়েচড়ে বসে সিঙ্গে সরকার। (উত্তর সম্পাদকীয় দেখুন ৪ পৃষ্ঠায়)

ডিএ ধর্ণা মঞ্চ বোমায় ওড়ানোর হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার : ডিএ-র ধর্ণা মঞ্চে রহস্যময় পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য। পোস্টারে ধর্ণা মঞ্চ বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি। সাতসকালে ধর্মতলার শহিদ মিনারের ডিএ ধর্ণা মঞ্চের পিছনের দিকে এই পোস্টার মেলে। যা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় আন্দোলনকারীদের মধ্যে। ময়দান থানায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন আন্দোলনকারীরা। বকেয়া ডিএ-র দাবিতে কলকাতার শহিদ মিনারের পাদদেশে একটানা ৪৬ দিন ধরে অবস্থান-আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশ। এরই পাশাপাশি টানা ৩২ দিন ধরে চলছে অনশন-আন্দোলন। ইতিমধ্যেই রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোস অনশন আন্দোলন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছেন। রবিবারই রাজভবনে তিনি কথা বলেছেন আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। তাঁদের বক্তব্য রাজ্য সরকারকে তিনি জানাবেন বলেও আশ্বাস দিয়েছেন। পরে আবারও অনশন তুলে নেওয়ার আবেদন



সোমবার শহিদ মিনারে ধর্ণা মঞ্চ উড়িয়ে দেওয়ার হুমকির প্রতিবাদে পোস্টার প্রদর্শন। ফটো : কালান্তর

করে রাজ্যপাল বলেছেন, জীবন বড়ই মূল্যবান। সব ধরনের জটিল সমস্যার সমাধান হয়। সমাধানের পথ আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। এদিকে, শহিদ মিনারের পাদদেশে একরোখা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাংশ। এবার তাঁদের সেই আন্দোলন তুলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে পড়ল রহস্যময় পোস্টার। সোমবার সকালে ডিএ ধর্ণা মঞ্চের

পিছনের দিকে মিলেছে এমনই ২টি পোস্টার। সেই পোস্টারগুলিতে লেখা রয়েছে, এই নাটক বন্ধ করো। নইলে বশ দিয়ে মঞ্চ উড়িয়ে দেব। ধর্ণা মঞ্চে এমন পোস্টার মেলায় স্বাভাবিক ভাবেই আন্দোলনকারীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি ময়দান থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। এক আন্দোলনকারী বলেন, অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের নামে

মরিয়া চাকরিচ্যুতরা গেলেন ডিভিশন বেঞ্চে

স্টাফ রিপোর্টার : বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশকে চলেঞ্জ করে এবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চার দ্বারস্থ গ্রুপ-সির চাকরিচ্যুতরা। চাকরিহারী ৮৪২ জনকে মামলায় দায়ের করার অনুরোধ বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চে। চলতি সপ্তাহেই মামলার শুনানির সম্ভাবনা। কারচুপি করে চাকরি পাওয়ার অভিযোগে এর আগে গত শুক্রবার এসএসসি-র গ্রুপ-সির ৮৪২ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সিঙ্গল বেঞ্চে এর নির্দেশের পরেই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ৮৪২ জনের চাকরি বাতিল ইস্যুতে জারি হয় বিজ্ঞপ্তি।

এসএসসি-র গ্রুপ-সির চাকরিহারী ৮৪২ জনের মধ্যে রাজ্যের শাসকদলের একাধিক নেতা-মন্ত্রী ছেলেমেয়ে ও অন্যান্য আত্মীয়স্বারাও রয়েছেন। যা নিয়ে তৃণমূলকে তুলোনা করে সুর চড়াচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। পঞ্চায়েত ভোটের মুখে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে

সরকার-বিরোধী আওয়াজ আরও তীব্র করতে চাইছে বাম, কংগ্রেস, বিজেপি। এদিকে, সিঙ্গল বেঞ্চার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চার দ্বারস্থ হয়েছেন চাকরিচ্যুত ৮৪২ জন। হাইকোর্টের বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চ চাকরিহারীদের মামলা দায়ের করার অনুরোধ দিয়েছে। চলতি সপ্তাহেই উচ্চ আদালতে সেই মামলার শুনানি হতে পারে।

উল্লেখ্য, এর আগে গত শুক্রবার এসএসসি-র গ্রুপ সি-র ৮৪২ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। শনিবার বিকেল ৩টের মধ্যে এদের নিয়োগপত্র বাতিল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদকেও। শুধু তাই নয়, আগামী ১০ দিনের মধ্যে ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে থেকেই নতুন নিয়োগের ব্যবস্থা করতেও নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এরই মধ্যে এবার ডিভিশন বেঞ্চে গেলেন চাকরিচ্যুতরা।

ভিতরের পাতায়

□ সন্টলেকের ভুয়ো কল সেন্টার থেকে ধৃত ৬। পৃষ্ঠা : ২ □ 'এক পদ এক পেনশন' নিয়ে বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। পৃষ্ঠা : ৫ □ মার্কিন-দঃ কোরিয়া বৃহত্তম যৌথ সামরিক মহড়া। পৃষ্ঠা : ৭

বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কা তিন গাড়িকে, মৃত্যু ২

নিজস্ব সংবাদদাতা : সোমবার একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরপর তিনটি গাড়িকে মারল। হুগলির শ্রীরামপুর থানার অধীন পিয়ারাপুর বাস্টিহাটি দিল্লি রোডের উপর এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই পথ দুর্ঘটনার জেরে মৃত্যু হল দুজনের। আহতও হয়েছেন জন। এই ঘটনায় উত্তেজিত জনতা দিল্লি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আহতদের শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আর ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ডানকুনির দিক থেকে আসা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরবাইক এবং

সাইকেলে ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাতে উঠে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরপর তিনটি গাড়িতে ধাক্কা মারে ট্রাকটি। তখন গাড়িগুলিও টাল সামলাতে না পেরে সামনে থেকে আসা তিনটি মোটরবাইককে পিষে দেয়। এই ঘটনায় দুই মোটরবাইকের আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। আর জখম হয়েছে দুজন ব্যক্তি। ডানকুনি থেকে বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিল ঘাতক ট্রাকটি। শ্রীরামপুরের বাস্টিহাটিতে আচমকা একটি গাড়ি ও তিনটি বাইকে ধাক্কা দেয় লরিটি। দুর্ঘটনার জেরে একজন চাকায় পিষ্ট হয়ে ট্রাকে আটকে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ।

শুরু হয় উদ্ধার কাজ। আহতদের

উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানেই মৃত বলে ঘোষণা করা হয় একজনকে। আর ওই ট্রাকে আটকে যাওয়া ব্যক্তিরও মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। পুলিশ সূত্রে খবর, বেপরোয়া গতিতে যাচ্ছিল ট্রাকটি। দিল্লি রোডের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। সামনে থাকা তিনটি গাড়িতে ধাক্কা মারে সজোরে। গাড়িগুলিও টাল সামলাতে না পেরে সামনের দিক থেকে আসা তিনটি মোটরবাইকে ধাক্কা মারে। একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরবাইক তিনটিকে ধাক্কা মেরে ইটের খাঁজে গিয়ে আটকে যায়। তখন মোটরবাইক আরোহীরা ছিটকে

পড়েন রাস্তায়। আর তাদের পিষে দিয়ে চলে যায় সেই ট্রাক। তার জেরেই দুজনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে দিল্লি রোড। তীব্র যানঘট তৈরি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ কর্মীরা। ফ্রেন দিয়ে ঘাতক ট্রাকটিকে সরানো হচ্ছে। কিছুক্ষণের চেষ্টায় আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘাতক গাড়িটিতে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কি না, চালকের কোনও সমস্যা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সোনার বিস্কুট উদ্ধার বসিরহাট সীমান্তে

নিজস্ব সংবাদদাতা : বসিরহাট সীমান্তে ১২টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার। উদ্ধার করেছে বিএসএফ–র ১১২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরাড ১ কিলো ৪০০ গ্রামের ওই সোনার বিস্কুটের বাজারমূল্য ৮৭ লক্ষ টাকা। বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার বিথারী–হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত–বাংলাদেশ তারালি সীমান্তের ঘটনা। এই সোনার বিস্কুটগুলি থাইল্যান্ড, মায়ানমার ও বাংলাদেশ হয়ে ভারতে চুকেছে। এমনটাই অনুমান সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর। ইতিমধ্যেই পাচারকারীকে আটক করেছে বিএসএফ।

জানা গিয়েছে, পাচারকারীর নাম লতিপ সর্দার। বিথারী–হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোল্লাপাড়া এলাকার বাসিন্দা। সোমবার ভোরে ভারত–বাংলাদেশ তারালি সীমান্তে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল সে। সেই সময় পাচারকারীকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ হয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের। লতিপকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তল্লাশি চালাতেই ১২টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়। অন্যদিকে অশোকনগর থানার কল্যাণগড় বাজারে এলাকায় সোনার বিস্কুটের খোঁজে কাস্টমসের তল্লাশি। তল্লাশি চালায় এক জমি ব্যবসায়ীর বাড়িতে। প্রায় ৮ থেকে ১০ জনের একটি প্রতিনিধি দল তল্লাশি করতে এসেছিল ওই বাড়িতে। তাঁরা প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে তল্লাশি চালায়। তবে কিছু না পেয়ে খালি হাতে ফিরে যায় তাঁরা।

ডাম্পারের ধাক্কা বাসের, আহত ১২ জন বাসযাত্রী, আশঙ্কাজনক ৪

নিজস্ব সংবাদদাতা : দাঁড়িয়ে থাকা একটি ডাম্পারের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারলো যাত্রী বোঝাই বাস। ঘটনায় ১২ জন যাত্রী আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের ফাগুপুর এলাকায়। দুর্ঘটনার জেরে বাসের সামনের অংশটি দুমরে মুচড়ে যায়। যাত্রীদের ভর্তি করা হয়েছে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর বেশ কয়েকজনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আবার অনেকেই এখন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ বরাকর থেকে কৃষ্ণনগর গামী একটি যাত্রী বোঝাই বাস বর্ধমান শহরে আসছিল। সেই সময় কাশিমপুর গ্রাম সংলগ্ন ফাগুপুরে জিটরোডের ধারে একটি ডাম্পার

দাঁড়িয়েছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডাম্পারটিতে সজোরে ধাক্কা মারে একটি যাত্রী বোঝাই বাস। বাসটির গতি এতটাই ছিল যে সামনের দিকের অংশ পুরোপুরি দুমড়ে মুচড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় জখম হন বাসের ১২ জন যাত্রী। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসেন। আহত যাত্রীদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা আশঙ্কজনক। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

রক্ষিক উদ্দিন নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, বাসটিতে ২৫ জন যাত্রী ছিলেন। ডাম্পারটি দাঁড়িয়েছিল সে সময় বাসটি সজোরে ধাক্কা মারে। এরফলে বাসে থাকা যাত্রীদের বেশিরভাগই মাথায়, মুখে এবং

হাতে চোট পেয়েছেন। খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়েই হাসপাতালে ছুটে আসেন আহতদের আত্মীয়–স্বজন। বলেই দাস নামে এক ব্যক্তি জানান, দুর্ঘটনায় তাঁর শ্বশুর শান্তিড়ি আহত হয়েছেন। তাঁরা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছেন। তার মধ্যে একজনের পা ভেঙে গিয়েছে এবং আর একজনের চিকিৎসা চলছে। বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কেন ডাম্পারে সজরে ধাক্কা মারল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিনের দুর্ঘটনার পর ওই রাস্তায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে যানজট দেখা দেয়। পরে বাসটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

সল্টলেকের ভুয়ো কল সেন্টার থেকে ধৃত ৬

স্টাফ রিপোর্টার : লোনের নামে প্রতারণা চক্র। সল্টলেকে গ্রেফতার চার তরুণী–সহ ছয় জন। শুক্রবার রাতে সল্টলেকের বিডি ব্লকে হানা দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তদের। বিধাননগর উত্তর থানার বিশেষ অভিযানে এই প্রতারণা চক্রের পর্দা ফাঁস। জানা গিয়েছে, রীতিমতো বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাঁরা লোনের নামে এই প্রতারণা চক্র চালাচ্ছিল। শনিবার বিধাননগর কোর্টে তোলা হয় অভিযুক্তদের। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা

গিয়েছে, বিডি ব্লকের ৪২২ নম্বর বাড়ি সাত–আট মাস ধরে ভাড়া নিয়ে সেখানে ভুয়ো কল সেন্টার খোলা হয়। আদতে কল সেন্টারের আড়ালে লোন পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণা চলতো। বিশেষ অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার হানা দেয় বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। কল সেন্টার থেকে চার তরুণী–সহ মোট ছয় জনকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তে

জানা যায়, এরা ওই কল সেন্টারে বসেই বিভিন্ন মানুষকে ফোন করে লোনের জন্য প্রস্তাব দিতেন। কেউ এই লোনের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলে, সেই লোন পাইয়ে দিতে নানা পদক্ষেপ বাবদ টাকা নেওয়া হত। এর পাশাপাশি একটি বিমাও করতে হবে বলে টাকা নেওয়া হতো। এই প্রতারণা চক্রের মাথা কে, ধৃতদের জেরা করে জানতে চায় পুলিশ।

বিরোধী মিছিলে একত্রে হাঁটলেন কংগ্রেস, বাম, আপ ও বিআরএস নেতারা

১ পৃষ্ঠার পর

হল, আদানি কান্ড থেকে মনোযোগ ঘুরিয়ে দেওয়া। কিন্তু সেই চেষ্টা করে লাভ নেই। আমরা এই ইস্যুতে যুক্ত সংসদীয় কমিটির হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়ার দাবিতে অটল। আমাদের লড়াই চলবে। এদিকে পাটনা থেকে এক বিবৃতিতে ওই রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব বলেছেন, মোদিজি, শাহজী, আপনাদের উচিত নতুন করে নাটক লেখা, নাটকের ডায়লগ লেখা। পুরনো নাটকের পুনরাবৃত্তি আর চলে না। আমার বাড়িতে তদন্ত করে ইডি বা সিবিআই কিছুই পায়নি। আমরা পুরনো সমাজতন্ত্রী। ২০১৭ সালে বলা হয়েছিল আমাদের পরিবার ৮০ হাজার কোটি টাকা তছরূপ করেছে। ২০২৩ সালে সেই ইডি আবার এল। এর মধ্যে ওই ৮০ হাজার কোটি টাকা কোথায় গেল! কেমন নিম্নরুচির রাজনীতি ওরা করছেন তা দেখতে পাচ্ছেন জনগণ। আগামী নির্বাচনে এর জবাব পাবেন ওরা।

দিল্লিতে এদিন কে.সি.আর-এর কন্যা কবিতাকে ইডি’র গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসাবাদ করে। ৪৪ বছর বয়সী ওই নেক্ত্রী অবশ্য ছিলেন অনমনীয়। তিনি বলেন, তেলেঙ্গানায় ভোট আর কয়েকমাস পরেই বিজেপি’র লক্ষ্য তার আগে কে.সি.আর-এর ভাবমূর্তি রক্ষণসমক্ষে মলিন করা। ইডি’র ডাক আর মোদির ডাক তো একই। যে কোন রাজ্যে নির্বাচন এলেই ইডি’র গোয়েন্দাদের ছুটোছুটি একটা বহুল পরিচিত ঘটনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একই রকম অটল মনোভাব দেখিয়ে এদিন রাজধানীতে আপ নেতা রাঘব চাড্ডা বলেন, যদি আমাদের গোটা দলের সব নেতাকেই সিবিআই গ্রেপ্তার করে আমরা পিছু হটবো না। প্রতিহিংসার রাজনীতির চূড়ান্ত নমুনা দেখা যাচ্ছে এই দেশে। প্রথমে ইডি ধরে শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতকে, তারপর বিহারের তেজস্বী যাদব, দিল্লিতে সিনোদিয়া, তেলেঙ্গানা থেকে কে.কবিতা। বিজেপি নেতারা প্রকাশ্যেই হুমকি দিচ্ছেন ওই দলে যোগ না দিলে জেলে যেতে হবে। এই শাসনিতে আমরা ভয় পাই না।


 বিপিবিএ’র নারী সেলের উদ্যোগে নারী দিবস পালন : হোলিতে করতে না পারায় সোমবার বিবাদিবাগে বিপিবিএ’র নারী সেলের উদ্যোগে পোস্টার প্রদর্শনী খোলা হয়। ঘুরে দেখছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

হিন্দু বন্ধুর শেষকৃত্যে মুসলিমরাই

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রীতির নজির দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে। ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন তিলক রায়। গত তিন মাস ধরে নানা অসুখে ভুগছিলেন তিনি। রবিবার যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ওই শ্রৌতকে হাসপাতালে ভর্তি করেন তাঁর বন্ধু রেজাউল করিম মল্লিকা। ডায়মন্ড হারবারেরই ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তিনি। হাসপাতালে ভর্তি করেও শেষরক্ষা হয়নি। রাতেই মৃত্যু হয় তিলকের। এরপর হিন্দু রীতি মেনে বন্ধুর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন রেজাউলই। তিনি বলেন, তিলকদার বাবা বিদ্যুৎ দফতরে কাজ করতেন। তাঁর মা স্থানীয় স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। তাঁরা দুজনেই গত হয়েছেন। ওঁর পরিবারে আর কেউ নেই। রেজাউলের পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকেই।

অস্কার জিতল

১ পৃষ্ঠার পর
গান নাটু নাটু এত ঝড় তুলে দিয়েছে, সেই গানের দুই গায়ক রাহুল সিপলগঞ্জ ও কলা ভৈরব।

প্রসঙ্গত, যাদেরকে টেক্সা দিয়ে সেরা মৌলিক গানের পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছে নাটু নাটু, সেই তালিকাতে রয়েছে রিহানা, লেডি গাগাদের মতো তাবড় নামও। সংশ্লিষ্ট বিভাগে মনোনীত হয়েছিল আরও ৪টি গান– টেল ইট লাইক আ ওম্যান–এর অ্যাপ্রোয়েজ (ডায়েন ওয়ারেন), টপ গান মাডেরিক–এর হোল্ড মাই হ্যান্ড (লেডি গাগা, ব্রাডপপ), ব্র্যাক প্যান্থার ওয়াকান্ডা ফরেভার–এর লিফ্ট মি আপ (টেমস, রিহানা) এবং এডরিথিং এডরিহোয়ার–এর দিস ইজ আ লাইফ। আর এদের সকলকে টেক্সা দিয়ে অস্কার মঞ্চে জয়জয়কার ভারতীয় সিনেমার গান নাটু নাটু’র।

গ্রামান্যায়নের ১৭৭৪ কোটি টাকা

১ পৃষ্ঠার পর

বরাদ্দ পেতে গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক প্রকল্প অনুমোদনের জন্য জমা দিতে হয়। বাকি ৪০ শতাংশ টাকা খরচ হয় আনটোয়েড বা নিঃশর্তাধীন তহবিলে। সেক্ষেত্রে খরচে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বাধীনতা রয়েছে। তাদের এই বরাদ্দ অনুমোদন পেতে তাদের পছন্দ মতো প্রকল্প বছরের গোড়ায় নিয়ম করে জমা দিতে হয়। যা মূলত গ্রামীণ পরিকাঠামোগত বিকাশে খরচ করতে হয়। বেতন, প্রশাসনিক কাজে বা পরিবহণ সংক্রান্ত কাজে এই টাকা খরচ করতে পারে না। এলাকার সমষ্টিগত উন্নয়নের স্বার্থেই খরচ করতে হয়।

গ্রুপ সি–তে এসএসসি–র ৩৪৭৮ জনের তালিকায় অনেকের নম্বরেই কারচুপি

স্টাফ রিপোর্টার : গ্রুপ সি–তেও ওএমআর শিটের নম্বরে কারচুপি ধরা পড়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ ৩৪৭৮ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে এসএসসি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কেউ নম্বর পেয়েছেন ১৩ কিন্তু ওএমআর শিটে তাকে দেওয়া হয়েছে ৪২ নম্বর। আবার কেউ পেয়েছেন ১ এবং তা সর্ভারে বেড়ে হয়েছে ৫৪। এরকমই ভূতুড়ে নম্বরে ভরা গ্রুপ সি–র ভুয়ো প্রার্থীদের তালিকা। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল বিষয়ের বিভাজন অনুযায়ী নম্বর প্রকাশ করতে হবে গ্রুপ সি–র। তারপরই ৩৪৭৮ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। এর পরই দেখা যায় ওই ৩৪৭৮ জনে মধ্যে ৩৬২ জনের নম্বরে কোনও রদবদল হয়নি। বাকি ৩১১৬ জনের মধ্যে ৮৬ জনের নম্বর কমে গিয়েছে এসএসসির মূল সার্ভারে। এদের নম্বর গাণ্ডিয়াবাদের ওএমআর মূল্যায়নকারী সংস্থা এনওয়াইএসএ–র সার্ভারে বেশি বা কম ছিল। এদিকে, গ্রুপ সি–র শূন্য পদে নিয়োগের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে এসএসি। খুব শীঘ্রই হবে কাউন্সেলিং। এই মর্মে বিবৃতি প্রকাশ করল কমিশন। প্রথম দফায় হবে ৭৮৫ পদে নিয়োগ। ওয়েটিং লিস্ট থেকেই হবে নিয়োগ। কিন্তু ওইসব প্রার্থীদের ওএমআর শিট পরীক্ষা করে দেখা হবে।

আজ উচ্চমাধ্যমিক ট্রেন বাতিল শঙ্কায় রাখছে পরীক্ষার্থীদের

১ পৃষ্ঠার পর
বৈঠকে বসেন রেলকর্তারা। পুরোপুরি না হলেও, কিছুটা চিত্তামুগ্ধ করলেন পরীক্ষার্থীরাে। পরীক্ষার শুরু ও শেষের সময় ট্রেন বাতিল থাকবে না, জানাল রেল। নৈহাটি এবং হালিশহরের মধ্যে নন–ইন্টারলকিংয়ের কাজ চলার জেরে গত কয়েকদিনের মতো আজও একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল থাকছে শিয়ালদহ ডিভিশনে। যার জেরে গত কয়েকদিন ধরেই এই শাখার যাত্রীরা চরম হয়রানির মুখে পড়েছেন। রবিবার শিয়ালদহ ডিভিশনে আপ–ডাউন মিলিয়ে ৫০টিরও বেশি ট্রেন বাতিল করা হয়েছিল।

আজ ১৪ মার্চ থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ৫২ হাজার, যা গতবারে তুলনায় এক লক্ষ ৭ হাজার বেশি। গত বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার। মোট ২৩৪৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। সকাল দশটা থেকে দুপুর ১ টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত হবে পরীক্ষা। পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রত্যেকটি পরীক্ষা হলে দু’জন করে নজরদারির জন্য শিক্ষক–শিক্ষিকা থাকবেন। এবারও বাংলা ইংরেজি হিন্দি ও অলটকি এই চার ভাষায় প্রশংপত্র করা হচ্ছে বলেই জানিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংদ। এবছর প্রায় ১৪০০ জন প্রধান পরীক্ষক এবং ৫৫ হাজার পরীক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য। সংসদের তরফ থেকে চালু করা হয়েছে কন্ট্রোল রুমও। ০৩ত ২৩৩৭০৭৯২ এই কন্ট্রোল রুম থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সংক্রান্ত যে–কোনও সহযোগিতা পাবেন ছাত্র–ছাত্রীরা বলেই সংসদ জানিয়েছে। এদিন সংসদের তরফে পরীক্ষার্থীদের গুজবে কান না দেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে এবার ট্রেন নিয়েও পদক্ষেপ সংসদের।

নতুন সপ্তাহের শুরুতেও শিয়ালদহ ডিভিশনে যাত্রী হয়রানির শেষ নেই। নৈহাটি এবং হালিশহরের মধ্যে নন–ইন্টারলকিংয়ের কাজ চলার জেরে গত কয়েকদিনের মতো আজ সপ্তাহের প্রথম দিন ছাড়া আগামীকালও একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল থাকছে শিয়ালদহ ডিভিশনে। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সপ্তাহের প্রথম দিন ছাড়া আগামীকাল অর্থাৎ মঙ্গলবারও শিয়ালদহ ডিভিশনে একশোর কাছাকাছি ট্রেন বাতিল থাকবে। লোকাল ট্রেনের পাশাপাশি এই রুটে যাতায়াতকারী বহু দূরপাল্লার ট্রেনও বাতিল করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি ট্রেনের রুট ঘুরিয়েও দেওয়া হয়েছে। শিয়ালদহ ডিভিশনের পাশাপাশি রেল ট্রাক মেরামতির কাজের জেরে হাওড়া ডিভিশনেও বেশ

কোনও অসংগতি থাকলে তাদের কাউন্সেলিংয়ে ডাকা হবে না। এদিকে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত যতই এগোচ্ছে ততই বেরিয়ে আসছে একের পর এক নাম। নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় আজ দাবি করেছেন, সব জালিয়াতির মাস্টার মাইন্ড কুন্তল ঘোষ। আজ তিনি বলেন, নিয়োগ দুর্নীতির মাস্টার মাইন্ড কুন্তল ঘোষ। ও মিথ্যে অভিযোগ করে সবাইকে ডাইভার্ট করছে। টাকাগুলো অন্যদিকে সাইড করছে। অন্য রাজ্যে পাঠাচ্ছে। আপনারা খোঁজ নিন। ও বা বলছে সব মিথ্যে কথা। আমি কোনও দুর্নীতিতে জড়িত নই। আগামী দিনে তা প্রমাণ হবে। বিদ্যুৎ দফতরের সামান্য একজন কেরানি শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই তাঁর যে বিপুল স্বাবর অত্বাবর সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তা দেখে ইডি মনে করছে তা কেবল হিমশৈলোর চূড়া মাত্র। জিজ্ঞাসাবাদ করলেই আরও অনেক সম্পত্তির হদিস পাওয়া যাবে। আর সেই কারণেই বলাগড় বিএলআরও অফিসে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার পরিচিতির নামে কী পরিমাণ সম্পত্তি রয়েছে তার খতিয়ান চেয়ে পাঠিয়েছেন ইডি অধিকারিকরা। সেই খতিয়ান হাতে এলেই বোঝা যাবে কোন সালে তা কেনা হয়েছে এবং তার বাজার মূল্য কত।

কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এদিকে, আজ মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরপর কয়েকদিন ট্রেন বাতিলের জেরে পরীক্ষার্থীরা আশঙ্কায় রয়েছেন। এরপর মঙ্গলবারও ট্রেন বাতিলের কথা বলা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাঁদের অভিভাবকদেরও উদ্বেগ বাড়ছে। রবিবার শিয়ালদহ ডিভিশনে আপ–ডাউন মিলিয়ে ৫০টিরও বেশি ট্রেন বাতিল করা হয়েছিল।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন রেলযাত্রা যাতে মসৃণ হতে পারে তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল পূর্ব রেল। নৈহাটি–কল্যাণী স্টেশনের মধ্যে থার্ড রেল বসানো ও স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিংয়ের কাজ চলছে। সেই জন্য আগামী ১৮ মার্চ পর্যন্ত নৈহাটি–কল্যাণী মেন শাখায় রোজ ২৫ জোড়া ট্রেন বাতিলের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। পরীক্ষার্থী ও যাত্রীদের ভোগান্তির কথা মাথায় রেখে সেই ঘোষণা থেকে খানিকটা সরে এল পূর্ব রেল। ট্রেন বাতিলের জেরে গত শনিবার তীব্র যাত্রী অসন্তোষ লক্ষ্য করা গিয়েছিল নৈহাটি–কল্যাণী শাখায়। অনেকেইই আশঙ্কা ছিল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন বিপাকে পড়বে না তো পরীক্ষার্থীরা? সেই আশঙ্কা দূর করতে আগের ঘোষণার কিছুটা বদল করল রেল। পূর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখার বিভাগীয় ম্যানেজার দীপক নিগম জানানেলন, সোমবার মধ্যরাতের মধ্যে নন ইন্টার লকিংয়ের কাজ শেষ হয়ে যাবে। বাকি থেকে যাবে শুধু থার্ড লাইন পাতার কাজ। সেই কাজও একইসঙ্গে শেষ করতে হবে। আপাতত সেই কাজ ফেলে রেখে পরে তা করা সম্ভব নয়। তাই এবার দৈনির ২৫ জোড়া ট্রেন বাতিল নয় মঙ্গলবার থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত রোজ ১৩ জোড়া লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে শিয়ালদহ–নৈহাটি শাখায়। এর সঙ্গে নৈহাটি থেকে কল্যাণী পর্যন্ত দৈনিক আরও ৬ জোড়া বাতিল থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক শুরুর আগে ও পরীক্ষা শেষের পরে পিক সময়ে কোনও ট্রেনই বাতিল করা হচ্ছে না। যেটুকু বাতিল তার সিংহভাগই পিক সময়ের বাইরে। আগামী ২০ মার্চ পর্যন্ত এই নিয়মেই লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চালাকালীন কোনও শাখায় এরকম কোনও কাজে হাত দিচ্ছে না রেল। গত শনিবার বাতিল একগুচ্ছ ট্রেনের পাশাপাশি যে ট্রেনগুলো চলেছে, সেগুলোর কোনোটি পাল্কা ও ঘন্টা পর্যন্ত দেরিতে চলেছে। নিত্যযাত্রীরা সোশ্যাল মিডিয়াতে এ নিয়ে নিজেদের তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। কাল থেকে এই কাজের জন্য এরকম ট্রেন লেটের ঘটনা আর ঘটবে না বলে আশ্বস্ত করেছে পূর্ব রেল।

আজকের দুনিয়া

১৪ মে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা এরদোয়ানের

আধুনিক তুরস্কের রূপকার কামাল আতাতুর্ক প্রতিষ্ঠিত দলের নেতা তুরস্কের গান্ধির দিকে সকলে তাকিয়ে



কিলিচদারোগ্লু

আগামী ১৪ মে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তইয়্যেপ এরদোয়ান আজ শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে এ তারিখ ঘোষণা করেন। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন আগামী ১৪ মে একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। এবারের নির্বাচন দেশটির ১০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পার্লামেন্টের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টির (সিএইচপি) নেতা কামাল

কিলিচদারোগ্লুকে ঘিরে বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। গত সোমবার আকসেনার কিলিচদারোগ্লুর প্রতি তাঁর সমর্থন জানান। তিনি ‘তুরস্কের গান্ধি’ নামে পরিচিতা দেশটির ছয়টি বিরোধী দল জোট গঠন করে সোমবার ৬ দলীয় বিরোধী জোটের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে কিলিচদারোগ্লুর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়।

সিএইচপি প্রতিষ্ঠা করেন আধুনিক তুরস্কের রূপকার মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক। ৭৪ বছর বয়সী সাবেক অর্থনীতিবিদ

কিলিচদারোগ্লু তুরস্কের রিপাবলিকান পিপলস পার্টির (সিএইচপি) চেয়ারম্যান। সিএইচপি একটি মধ্য-বামপন্থী দল। এটি তুরস্কের প্রধান ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী দল। ২০১০ সাল থেকে সিএইচপির নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন কিলিচদারোগ্লু। কিলিচদারোগ্লুর জন্ম ১৯৪৮ সালে। তিনি একজন অর্থনীতিবিদ। রাজনীতিতে নাম লেখানোর আগে তিনি আমলা হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ২০০২ সালে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন।

বিরোধী জোট বলছে, তারা অর্থনীতি, নাগরিক অধিকার, পররাষ্ট্রনীতিসহ এরদোয়ানের অনেক নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনবে। আঙ্কারায় জড়ো হওয়া প্রায় দুই হাজার জনতার সামনে তিনি বলেন, আমাদের টেবিল শান্তির টেবিল। আমাদের একত্রে লক্ষ্য হলো দেশকে সমৃদ্ধি, শান্তি ও আনন্দের দিকে নিয়ে যাওয়া।’

তুরস্কের বিরোধী নেতারা অর্থনৈতিক মন্দা, নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা সংকুচিত করার জন্য ৬৮ বছর বয়সী এরদোয়ানকে দায়ী করছেন। তারা

তাঁর বিরুদ্ধে ‘এক ব্যক্তির শাসন’ ব্যবস্থা চালুর অভিযোগ করেছেন। তুরস্কের অর্থনৈতিক সংকটের কারণে তাঁর জনপ্রিয়তাও কমেছে। গত মাসে তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির জন্য এরদোয়ান সরকারকে দায়ী করা হচ্ছে। ওই ভূমিকম্পে দেশটিতে ৪৬ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। হাজার হাজার মানুষ এখনো তাঁর বা অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে আছেন।

এরদোয়ান ২০০৬ সাল থেকে তুরস্কের ক্ষমতায় আছেন। প্রথম তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আর ২০১৪ সালের আগস্ট থেকে প্রেসিডেন্ট পদে আগস্ট ২০১৮ সালে এরদোয়ান একটি নতুন শাসনব্যবস্থা চালু করেন। এই ব্যবস্থা দেশটির প্রেসিডেন্টের হাতে বেশির ভাগ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে। আগে প্রেসিডেন্টের পদটি ছিল মূলত আনুষ্ঠানিক পদ। নতুন ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন এই দিনে অনুষ্ঠানের নিয়ম করা হয়।

কিলিচদারোগ্লু এর আগে প্রায় প্রতিটি নির্বাচনেই হেরেছেন। তবে অভ্যুত্থান চেষ্টার পর সাংবাদিক ও

ভাষ্যকার

শিক্ষাবিদদের ওপর দমননীতি চালানোর প্রতিবাদে ২০১৭ সালে আঙ্কারা থেকে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত ‘জাস্টিস মার্চ’ করার কারণে তাঁর জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। কিলিচদারোগ্লু তাঁর বক্তব্যে বলেন, অন্য পাঁচটি বিরোধী দলের নেতারাও ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তুরস্কের কুদিপন্থী পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এইচডিপি) বলেছে, তারা উন্মুক্ত আলোচনার পরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কিলিচদারোগ্লুকে সমর্থন দিয়েছে। দলের সহনেতা মিখাট সানকার প্রাইভেট ব্রডকাস্টার হাবারটার্কে লাইভ ব্রডকাস্টে বলেছিলেন, আমাদের প্রত্যাশা শক্তিশালী গণতন্ত্রে উত্তরণ। আমরা যদি মৌলিক নীতিতে একমত হতে পারি, আমরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁকে সমর্থন করতে পারি।

তুরস্কের বিরোধী দলগুলো ২০১৯ সালের স্থানীয় নির্বাচনে এরদোয়ানের একে পার্টিকে হারিয়ে ইস্তাম্বুল, আঙ্কারাসহ প্রধান মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। এই সাফল্যের পর থেকে তুরস্কের বিরোধী জোট একে

অপরকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে আরও আন্তরিক হয়েছে।

তুরস্কের প্রাচীনতম এই রাজনৈতিক দল গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বাইরে রয়েছে। সিএইচপি-প্রধানের সাবেক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী রিজা সেলিককালের ভাষ্যমতে, কিলিচদারোগ্লু খুবই পরিশ্রমী, অত্যন্ত নিয়মিষ্ঠ একজন মানুষ। অন্যদিকে, মুদভাষী আচরণের জন্য অনেকে তাঁকে ‘তুরস্কের গান্ধি’ বলে অভিহিত করেন। তুরস্কের বর্তমান প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান একজন ‘কারিশম্যাটিক’ নেতা হিসেবে পরিচিত। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আগ্রাসী। এরদোয়ানের চেয়ে পুরোপুরি ডিক্টাটরিয়ান মানুষ কিলিচদারোগ্লু। তুরস্কের লোকজন তাঁকে শক্ত স্বভাবের মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেন। তাঁদের ভাষা, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা, অহিংস আন্দোলনের পুরোধা মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে কিলিচদারোগ্লুর সাদৃশ্য রয়েছে।

বিরোধী জোটের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে নামঘোষণার পর গতকাল কিলিচদারোগ্লু তাঁর সমর্থকদের বলেন, আমাদের

টেবিল হলো শান্তির টেবিল। দেশকে সমৃদ্ধি, শান্তি ও আনন্দের দিনে নিয়ে যাওয়াই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। ‘মার্চ ফর জাস্টিস’ ‘নীরব শক্তি’ হিসেবে পরিচিত হতে পছন্দ করেন কিলিচদারোগ্লু। তিনি তাঁর বর্তমান ভাবমূর্তি গড়তে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তুরস্কের রাজনীতিতে নিজের একটি অর্থপূর্ণ প্রভাব তৈরি করতে তাঁর অনেক বছর সময় লেগেছে।

কিলিচদারোগ্লুর রাজনৈতিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় আসে ২০১৭ সালে। তখন এরদোয়ান সিএইচপির এক পার্লামেন্ট সদস্যকে জেলে পাঠালে প্রতিবাদে সরব হন কিলিচদারোগ্লু। তিনি তাঁর প্রতিবাদের অংশ হিসেবে আঙ্কারা থেকে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত ‘মার্চ ফর জাস্টিস’ কর্মসূচি করেছিলেন। এই কর্মসূচিই তাঁকে জনপ্রিয়তা এনে দেয়। কিলিচদারোগ্লু যে সময় এই কর্মসূচি শুরু করেন, তখন তুরস্কের খুব কম লোকই এরদোয়ানের বিপক্ষে দাঁড়ানোর সাহস করেছিলেন। তুরস্কে ২০১৬ সালের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরিশ্রেক্ষিতে তখন ‘এরদোয়ান শুদ্ধি’

অভিযানের নামে ব্যাপকভাবে ধরপাকড় চালাছিলেন।

‘মার্চ ফর জাস্টিস’ করার কারণে কিলিচদারোগ্লুর একটি বিশেষ ভাবমূর্তি তৈরি হয়। এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তিনি এরদোয়ানের মুখোমুখি হতে ভয় পান না—এমন একজন তুর্কি নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। কিলিচদারোগ্লু ২০০৯ সালে ইস্তাম্বুলের মেয়র পদে লড়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবে ২০১৯ সালে আঙ্কারা, ইস্তাম্বুলসহ তুরস্কের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোয় অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে তাঁর দল জয়ী হয়। এই জয়ের মধ্য দিয়ে শহরগুলোয় এরদোয়ানের দলের দীর্ঘদিনের শাসনের অবসান ঘটে। এই অপ্রত্যাশিত জয়ে কিলিচদারোগ্লুর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। অপরায়েয় হিসেবে তুরস্কের রাজনীতিতে এরদোয়ানের যে আভা তৈরি হয়েছিল, তাতে ফাটল ধরান কিলিচদারোগ্লু।

আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি এরদোয়ানকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

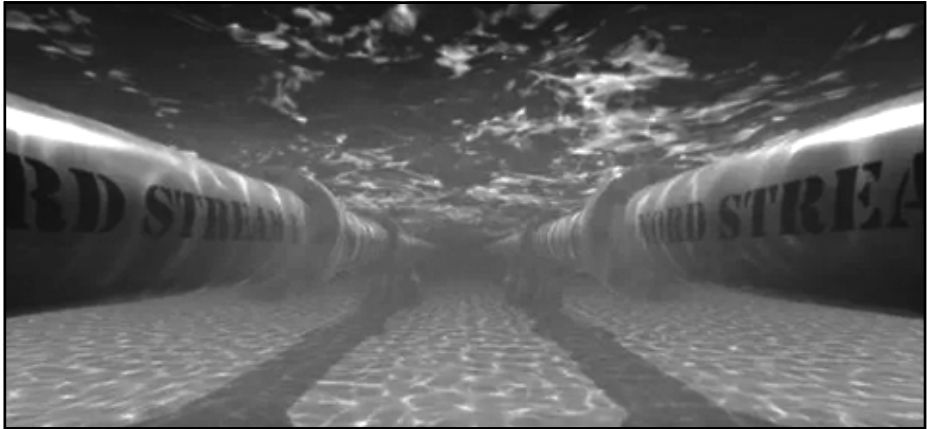
ইউক্রেনপন্থীরাই কি নর্ড স্ট্রিম পাইপলাইনে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল?

পর্যবেক্ষক

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলার মধ্যেই গত বছর সেপ্টেম্বরে একটি গ্যাস পাইপলাইনে বিস্ফোরণ ঘটেছিল— কিন্তু কে বা কারা এ ঘটনা ঘটায় তা এক রহস্য হয়েই ছিল এতদিন। এখন মার্কিন দৈনিক নিউইয়র্ক টাইমস এক রিপোর্টে বলছে— সম্ভবত ইউক্রেন-সমর্থক একটি গ্রুপ ওই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।

বাল্টিক সাগরের তলদেশ দিয়ে রাশিয়া থেকে জার্মানিতে গ্যাস নিয়ে যাবার পাইপলাইন নর্ড স্ট্রিম-৩য়ানের ওপর চালানো হয়েছিল ওই আক্রমণটি। সে সময় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল এ ঘটনা। রাশিয়া, ইউক্রেন আর ইউরোপসহ পশ্চিমা বিশ্বের অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের তোড়ের মধ্যেই ঠিক করা এ আক্রমণ চালিয়ে থাকতে পারে, তা নিয়ে শুরু হয়েছিল ব্যাপক জল্পনা। সে সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন একে ‘সাবোটাজ’ বলে অভিহিত করেছিলেন। রাশিয়া এজন্য পশ্চিমা বিশ্বকে— বিশেষ করে ব্রিটেনকে দোষারোপ করেছিল, তবে ব্রিটেন এ অভিযোগ অস্বীকার করে। পোল্যান্ড ও ইউক্রেন সরাসরি রাশিয়াকে ওই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী করেছিল, যদিও তারা কোনো প্রমাণ দেয়নি। অন্যদিকে নেটো ও পশ্চিমা নেতারা এর নিন্দা করলেও সরাসরি রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাদের নিজেরের পাইপলাইনে আক্রমণের অভিযোগ করেননি।

এখন মার্কিন নিরাপত্তা সূত্রের বরাত দিয়ে এক রিপোর্টে মার্কিন দৈনিক নিউইয়র্ক টাইমস বলছে, এই নাশকতামূলক আক্রমণ চালিয়েছিল একটি ইউক্রেনপন্থী গোষ্ঠী। এ রিপোর্ট বের করার পর ইউরোপ ও মার্কিন মিডিয়ায় আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির উপদেষ্টা এক প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, ওই ঘটনার সাথে ইউক্রেনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। অন্যদিকে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এই রিপোর্টটিকে তার ভাষায় ভূয়া-খবর ছড়ানোর একটি সমর্থিত প্রয়াস বলে আখ্যায়িত করে বলেন, যারা এই পাইপলাইনে আক্রমণ চালিয়েছে তারা স্পষ্টতঃ



নর্ড স্ট্রিম পাই লাইন

ই দৃষ্টি অন্যদিকে সরাতে চাইছে। গত বছর ২৬ সেপ্টেম্বর সাগরের নিচে চারটি শক্তিশালী বিস্ফোরণের ফলে পাইপলাইনটির অন্তত ১৬৪ ফিট দীর্ঘ একটি অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় এর পাশেই থাকা আরেকটি নতুন পাইপলাইন — যার নাম নর্ড স্ট্রিম-২। কয়েক দশক ধরেই রাশিয়া জার্মানিসহ বিভিন্ন ইউরোপিয়ান দেশে গ্যাস সরবরাহ করছে। তবে বিস্ফোরণটি যখন ঘটে তার বেশ কিছুদিন আগেই রাশিয়া রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কারণে সেখানে নর্ড স্ট্রিম ৩য়ান পাইপলাইনটি দিয়ে গ্যাস পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিল। আর নর্ড স্ট্রিম ২ দিয়ে গ্যাস পাঠানো কখনো শুরুই হয়নি।

জার্মানি, নেনমার্ক এবং সুইডেন— তিনটি দেশ এ ঘটনার তদন্ত করছিল। এ বিস্ফোরণের কারণ এখনো অজানা, তবে এটিকে একটি আক্রমণের ঘটনা বলেই সন্দেহ করা হচ্ছিল। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অন্যতম অমীমাংসিত রহস্যময় ঘটনা ছিল এটি। টলান্টিকের দু-পারেই তদন্তকারীরা এই কথিত নাশকতার পেছনে ঠিক কারা ছিল তার হদিস করতে পারছিলেন না।

নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টে বলা হচ্ছে — ওই পাইপলাইনে আক্রমণ চালানোর ‘মোটী’ খোঁজার থাকতে পারে সে বিবেচনায় ইউক্রেন এবং তার সহযোগীদের কথাই প্রথম মনে আসে — এমনটাই ধারণা ছিল কিছু পশ্চিমা কর্মকর্তার। কারণ,

ইউক্রেন অনেক বছর ধরেই এ প্রকল্পের বিরোধিতা করে আসছিল। তাদের মতে এই পাইপলাইন ছিল একটা নিরাপত্তা ঝুঁকি— যা ইউরোপের কাছে রাশিয়ার গ্যাস বিক্রি আরো সহজ করে দেবে।

কী বলছে নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্ট : নিউইয়র্ক টাইমসের অনুসন্ধানী রিপোর্টটি করেছেন অ্যাডাম এন্ট্রুস, জুলিয়ান বার্নস এবং অ্যাডাম গোল্ডম্যান। রিপোর্টে তারা বলছেন, নতুন পাওয়া কিছু মার্কিন গোয়েন্দা তথ্যে আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে আক্রমণটির পরিকল্পনা হয়তো করা হয়েছিল অভিজ্ঞ কিছু ডুবুরির সহায়তা নিয়ে। নাম প্রকাশ-না-করা মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, আক্রমণটি যারা চালিয়েছে তারা কারা এবং কোন পক্ষের সে সম্পর্কে তারা অনেক কিছুই জানেন না।

গোয়েন্দা তথ্যগুলো থেকে আভাস পাওয়া যায় যে তারা রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিনের বিরোধী, কিন্তু তারা ঠিক কোন গোষ্ঠীর — বা এই অপারেশনের পরিচালনা এবং খরচের যোগান কে দিয়েছে তাও নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তারা ছিল এমন কেউ যারা দৃশ্যত কোন সামরিক বা গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষে কাজ করছে না — বলছেন এমন কিছু মার্কিন কর্মকর্তা, যারা গোয়েন্দা তথ্যগুলো পর্যালোচনা করেছেন। তবে যারা এ কাজ করেছে তারা হয়তো অতীতে বিশেষ ধরনের সরকারি প্রশিক্ষণ পেয়েছে— এমনটা হতে পারে।

মার্কিন কর্মকর্তারা নতুন পাওয়া গোয়েন্দা তথ্যগুলো কী ধরনের, কীভাবে পাওয়া গেছে,

তথ্যপ্রমাণগুলো কতটা জোরালো — এগুলো জানাতে অস্বীকার করেছেন। তারা এটাও বলেছেন যে এগুলো থেকে কোন ‘সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যায় না।’

নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিকরা বলছেন, এর ফলে এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে ইউক্রেনীয় সরকার বা তাদের নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ আছে এমন কোন প্রক্সি বাহিনী এই অপারেশন চালিয়েছে যেটা কোথাও কাগজে-কলমে লেখা নেই। গোয়েন্দা তথ্য পর্যালোচনাকারী কর্মকর্তারা বলেছেন, অন্তর্গতীরা খুব সম্ভবত ইউক্রেনীয় বা রুশ নাগরিক, অথবা হয়তো তাদের মধ্যে দু’দেশের লোকই রয়েছে। মার্কিন কর্মকর্তারা বলেন, কোনো আমেরিকান বা ব্রিটিশ নাগরিক এতে জড়িত ছিল না।

‘ভূতুড়ে জাহাজ’ ও পোলিশ ইয়ট : বিস্ফোরণের কয়েকদিন পরই জেনমার্ক, সুইডেন আর জার্মানি আলাদাভাবে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। কিন্তু সাগরের তলায় ওই বিস্ফোরণের আণেকার কয়েক ঘণ্টা, দিন বা সপ্তাহে কী ঘটেছিল তার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে আটলান্টিকের দু’পারের তদন্তকারীদের বেশ বেগ পেতে হয়। বিস্ফোরণটি ঘটেছিল এমন একটি জায়গায় যেখান দিয়ে বহু জাহাজ চলাচল করে। তাই এগুলোর কোনটির ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে হবে তা ঠিক করতেও অসুবিধা হয়।

তবে একটি ইউরোপীয় দেশের গোয়েন্দা সংস্থার ব্রিফিং পাওয়া একজন আইনপ্রণেতা

বলেছেন, তদন্তকারীরা আনুমানিক ৪৫টি ‘ভূতুড়ে জাহাজের’ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। কারণ বিস্ফোরণের জায়গাটি দিয়ে যাবার সময় তাদের যোগাযোগের যন্ত্রপাতি কাজ করছিল না, বা বন্ধ ছিল, সম্ভবত তাদের গতিবিধি গোপন করার জন্য। ওই এমপি আরো জানান যে আক্রমণকারীরা ১০০০ পাউন্ডের বেশি বিস্ফোরক ব্যবহার করেছিল যেধরনের বিস্ফোরক যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে ডি সাইট নামের একটি জার্মান ওয়েবসাইট খবর দিয়েছে যে এ আক্রমণের কারণ জানতে জার্মান সরকার যে তদন্ত চালাচ্ছিল তাতে ‘গুরুত্বপূর্ণ তথ্য’ পাওয়া গেছে।

এ নিয়ে জার্মানির রিপোর্টে বলা হয়, জার্মানির কয়েকটি মিডিয়া সংস্থা এক অনুসন্ধানে জানা গেছে যে সাগরের তলায় বিস্ফোরক পাতার জন্য যে নৌযানটি ব্যবহৃত হয় তা ছিল একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ভাড়া করা ইয়ট বা প্রমোদতরী। এই প্রতিষ্ঠানটি পোল্যান্ডভিত্তিক এবং এর মালিক দু’জন ইউক্রেনিয়ান। যারা আক্রমণটি চালিয়েছে তারা কোন দেশের নাগরিক তা স্পষ্ট নয়, বলা হয় ওই রিপোর্টে।

ইউরোপিয়ান তদন্তকারীরা প্রকাশ্যেই বলেছেন নর্ড স্ট্রিমের ওপর আক্রমণকারীরা যে দক্ষতার সাথে বাল্টিক সাগরের তলদেশে বিস্ফোরক পেতেছে, বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, এবং তাদের কেউ ধরাও পড়েনি তাতে এটা ‘রাষ্ট্রীয় মদতে চালানো আক্রমণ’ বলেই মনে হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্র ওই আক্রমণের পেছনে কোনো রাস্ট্রীয় মদতের কথা প্রকাশ্যে বলেনি।

মার্কিন-সংশ্লিষ্টতা নিয়ে সিমুর হার্শের অনুসন্ধান : গত মাসে মার্কিন অনুসন্ধানী সাংবাদিক সিমুর হার্শ একটি রিপোর্ট করেছিলেন যা প্রকাশিত হয় সাবস্ট্যাক নামের একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে। এতে তিনি সিদ্ধান্ত দেন যে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নির্দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই এ অপারেশন চালিয়েছে। তার এ উপসংহারের পেছনে তিনি যুক্তি দেন যে রাশিয়া ইউক্রেনে অভিযান

চালানোর আগে মি. বাইডেন নর্ড স্ট্রিম টু-র ‘অবসান ঘটানোর’ হুমকি দিয়েছিলেন। হোয়াইট হাউজে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোজকে বাইডেন বলেছিলেন, রাশিয়া যদি ইউক্রেনের ভেতরে অভিযান চালায় তাহলে নর্ড স্ট্রিম টু বলে কিছু থাকবে না। আমরা এর অবসান ঘটাবো। কীভাবে এটা করা হবে, এ প্রশ্ন করা হলে বাইডেন রহস্যময় উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমরা এটা করতে পারবো। একই রকম বিবৃতি দিয়েছিলেন আরো কয়েকজন উর্ধতন মার্কিন কর্মকর্তা। তবে মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেন বা তা সহযোগীদের কেউ নর্ড স্ট্রিম পাইপলাইন ধ্বংসের কোন মিশনের অনুমতি দেননি, এবং এতে যুক্তরাষ্ট্র জড়িত ছিল না। রাশিয়া কি এ আক্রমণ চালিয়ে থাকতে পারে : প্রথমদিকে কিছু মার্কিন ও ইউরোপিয়ান উৎস থেকে নর্ড স্ট্রিমে আক্রমণের সাথে রাশিয়ার জড়িত থাকার জল্পনা ছড়িয়েছিল। এর একটা কারণ সাগরতলের অপারেশনের ক্ষেত্রে রুশদের দক্ষতা। কিন্তু যে পাইপলাইন রাশিয়ার রাজস্ব আয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং ইউরোপের ওপর প্রভাব খাটানোর হাতিয়ার তার ওপর তারা নিজেরাই কেন নাশকতা চালাবে এটা স্পষ্ট ছিল না। মার্কিন কর্মকর্তারাও বলেছেন, তাদের অনুসন্ধানে তারা রুশ কর্তৃপক্ষের

এতে জাতি থাকার কোনো প্রমাণ পাননি। ইউক্রেন এরকম আক্রমণ আগেও চালিয়েছে : রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেন সামরিক, কূটনৈতিক এবং গোয়েন্দা তথ্যের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু ইউক্রেন তাদের সামরিক তথ্যের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সবসময় স্বচ্ছতা বজায় রাখে না। বিশেষ করে শত্রুপক্ষের ওপর তারা যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে অন্য যেসব আক্রমণ চালায় সেগুলোর ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র খুব বেশি কিছু জানতে পারে না। এতে মার্কিন কর্মকর্তারা হতাশ হচ্ছেন। বিশেষ করে কিছু আক্রমণের কথা এখনো উল্লেখ করা যায়। আগস্ট মাসে রাশিয়ার সাকি বিমানঘাঁটির ওপর আক্রমণ, ক্রাইমিয়ার কার্ট সংযোগ সেতুর ওপর ট্রাক বোমা-হামলা, এবং রিয়াজান ও এস্লেসে রুশ সামরিক ঘাঁটির ওপর ড্রোন হামলা। এর বাইরেও মস্কোর কাছে একটি গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণসহ আরো কিছু আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টে বলা হয়, এসব ঘটনা নিয়ে বাইডেন প্রশাসন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে তিরস্কার করেছে, সতর্ক করেছে। মার্কিন কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন এসব ঘটনায় যুদ্ধ আরো বিস্তৃত হওয়া এবং ইউরোপিয়ান মিত্রদের অসন্তুষ্টি হবার ঝুঁকি আছে।

এর পেছনে ইউক্রেন থাকলে



ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

ফটো : গোট ইমেজ

কালান্তর

সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৫৪ সংখ্যা □ ২৯ ফাল্গুন ১৪২৯ □ মঙ্গলবার

আর্থিক বৃদ্ধি কি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

আর্থিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হলে কি তার সুফল সবাই পাবে এটি যেমন প্রশ্ন, তেমনি আর্থিক বৃদ্ধি না ঘটলে নাগরিক জীবন যাত্রার মানোন্ময়ন সম্ভব হবে না। দেশের প্রধানমন্ত্রীতো ভারতকে তারই হাত ধরে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করবেন বলে বাহ্যাদৃশ্যর করে চলেছেন। প্রশ্ন উঠেছে এই আয় বৃদ্ধির হার কতদিন ধরে রাখা সম্ভব হবে? তথ্য দেখাচ্ছে ভারতে জিডিপি বৃদ্ধির হার ২০২২-২৩’র দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে যা ছিল ৬.৩ শতাংশ তৃতীয় ত্রৈমাসিকে তা ৪.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। এর পিছনের কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে ভারতে ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় দুটিই কমে এসেছে। দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত ভোগব্যয় বৃদ্ধির হারে নিম্নগতি। ২০২২-২৩’র প্রথম ত্রৈমাসিকে যা ছিল জিপিপি’র ২০ শতাংশ। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে তা নেমে আসে ৪৮ শতাংশে এবং তৃতীয় ত্রৈমাসিকে তা নেমে এসেছে ২.১ শতাংশে ঠিক একই সময়ে ব্যক্তিগত বিনিয়োগও কমেছে এবং তা ছিল যথাক্রমে ২০ শতাংশ, ৯.৭ শতাংশ এবং ৮.২ শতাংশ। এই সময় রপ্তানিও কমেছে এবং তা ছিল যথাক্রমে ১৯.৬ শতাংশ, ১২.৩ শতাংশ এবং ১১.৩ শতাংশ। মূলকথা হল চাহিদার অভাব।

সরকার চাইছে দেশের পরিষেবা ক্ষেত্রের বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। সব কিছুই ডিজিটাল করতে। এখন এমন কথাও শোনা যাচ্ছে এই যে দেশে এতো স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঢালতে হচ্ছে। যদিও যে পরিমাণ বিনিয়োগ এই শিক্ষা ক্ষেত্রে কখনোই জিডিপি’র তিন শতাংশ হয়নি। আর এই প্রধানমন্ত্রীর আমলে তো আরও কমেছে, এমনকি এই বাজেটেও গত বাজেটের তুলনায় তা কমানো হয়েছে। নীতি এমনই গ্রহণ করা হচ্ছে যাতে শিক্ষাক্ষেত্রও ডিজিটাল হয়ে যায়।

এই সর্বের পিছনে আসল কথাটা হলো ২০১৪ সাল থেকে যে ভাবে কর্পোরেট ভজনা চলেছে তাতে দেশের সাধারণ মানুষের নাভিস্থাস উঠেছে। উৎপাদন ক্ষেত্রও উৎপাদন কমেও এসেছে। বর্তমানে তা ৩.২ শতাংশে এবং এই পরিমাণ ২০২১ এর অক্টোবর-ডিসেম্বরের ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১.১ শতাংশ কম। একটিই মাত্র ক্ষেত্র যেখানে উৎপাদন একটি স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে এবং তা হল কৃষিক্ষেত্র। এক্ষেত্রে এই ধারা অব্যাহত থাকার পিছনে তা হল কৃষিক্ষেত্র। এক্ষেত্রে এই ধারা অব্যাহত থাকার পিছনে তা হল মোদিজির কৃতিত্ব তেমন কিছু নেই, এটি সম্ভব হচ্ছে অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য। প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন হলে সবটাই মাথায় হাত হবে। কারণ কৃষিতে বিনিয়োগ ক্রমহ্রাসমান হারে কমে আসছে। কৃষি সংস্কারের ধার তো ধারবে না এই আর এস এস পরিচালিত সরকার।

বৃদ্ধির হার যদি স্লথ হয় তবে ভারতীয় অর্থনীতির বেশ কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। মোদিজিই বলেছেন তার পক্ষে দেশের ১৪০ কোটি মানুষ রয়েছে। এই ১৪০ কোটির মধ্যে কাজ খোঁজার মত জনসংখ্যা সর্বাধিক। আর তা যদি হয় তবে তাদের কোথায় কাজ দেবেন। তথ্য চলছে ভারতে ১৫-১৯ বছর বয়সি জনসংখ্যা সর্বাধিক। এই বিপুল জনসংখ্যাকে কোন উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান করবেন মোদিজি? ভারতের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও জনবিন্যাস সুসামঞ্জস্য নয়। এখানেই বাধা।

কৃষকরা উৎপাদিত পেঁয়াজ জ্বালিয়ে দিচ্ছেন কেন

অমিতাভ ভট্টশালী

বিবিসি নিউজ বাংলা, কলকাতা



কৃষক ডোংরে নিজের ক্ষেতেই ১৫০ শো কুইন্টাল পেঁয়াজ জ্বালিয়ে নষ্ট করেছেন

ঢাকা দামের একটা আইসক্রিম খেতে চাইছিল, দিতে পারি নি। ১০ টাকার আইসক্রিম মানে তো পাঁচ কিলো পেঁয়াজের দাম! এ বছর মহারাষ্ট্রে পেঁয়াজের ফলন এত বেশি হয়েছে, যে কৃষকরা প্রতি কেজি মাত্র দুই বা তিন টাকা দর পাচ্ছিলেন দু’দিন আগে পর্যন্তও। চাষের খরচ তো তাতে উঠছেই না, উল্টে আড়তে পৌঁছে দিতে গেলে তাদের লোকসানের বোঝা আরও বাড়বে। তাই ক্ষেতের পেঁয়াজ নষ্ট করে ফেলছেন কৃষকরা। ডোংরে যেমন পুড়িয়ে ফেলছেন ক্ষেতের পেঁয়াজ, তেমনই ট্রাক্টর চালিয়ে ফসল নিজেই নষ্ট করে দিয়েছেন নাসিকের নাইপালা গ্রামের কৃষক রাজেন্দ্র বোড়গুড়ে।

বিবিসি বাংলাকে বোড়গুড়ে জানাচ্ছিলেন, তিন একর জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছিলেন এই মণ্ডুসো। পেঁয়াজ মণ্ডিতে আড়দারের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া পর্যন্ত এক লাখ দশ হাজার টাকা মতো খরচ হয় প্রতি একরের ফসলে। এক একরে ১৫০ কুইন্টাল তো হয়, ভালো ফলন হলে ১৭০-৮০ কুইন্টালও হয়। সেই হিসাব যদি করেন, তাহলে এক একরের ফসল থেকে গড়ে আমি দাম পাচ্ছি ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা, আমার খরচের অর্ধেক। তো সেই ফসল আড়ত-এ পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য আরও বাড়াতি খরচ করে লোকসানের বোঝা বাড়ানো নাকি আমি?

কেন এই পরিস্থিতি? মহারাষ্ট্রই এক সময় ছিল পেঁয়াজ চাষের মূলক্ষেত্র। কিন্তু বেশ কয়েক বছর যাবত মধ্যপ্রদেশ আর গুজরাতেও পেঁয়াজ চাষ শুরু হয়েছে। তার ফলে মার খাচ্ছেন মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ চাষীরা। মহারাষ্ট্রের নাসিকই সবচেয়ে বড় পেঁয়াজ বিপণন কেন্দ্র। সেখানেই পেঁয়াজের আড়ত হীরামন পরদেশি। তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন, আগে শুধু মহারাষ্ট্র আর অন্ধ্র প্রদেশেই পেঁয়াজের মূল চাষটা হত। কিন্তু এখন মধ্যপ্রদেশ আর গুজরাতেও

ব্যবসায়ী হীরামন পরদেশি বলছিলেন, ন্যাফেড বাজারে নামার পরে সামান্য বেড়েছে পেঁয়াজের দাম। এখন কুইন্টাল প্রতি প্রায় সাতশ টাকা পাচ্ছেন কৃষকরা। কিন্তু ন্যাফেড তো সীমিত পরিমাণে পেঁয়াজ কিনছে। বাকি এই বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজের কী হবে? আর কৃষক বোড়গুড়ের কথায়, শুনছি তো ন্যাফেড নাকি পেঁয়াজ কিনছে। কিন্তু কোথায় তারা। আমরা তো খেতে পাচ্ছি না। আর ন্যাফেড তো নিজে কেনে না, বিভিন্ন এজেন্সিকে দিয়ে পেঁয়াজ কেনায়।

‘চাষের ক্ষেতে রক্তগঙ্গা’ : কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কলামিস্ট দেবেন্দ্র শর্মা বিবিসি বাংলাকে বলেন, এ বছর শুধু যে মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ চাষীরা ফসলের দাম না পাওয়ায় তা নষ্ট করে দিচ্ছেন তা নয়। প্রায় সব রাজ্যেই কৃষকরা ফসল নষ্ট করে দিচ্ছেন দাম না পাওয়ার কারণে। শর্মা বলেন, পাঞ্জাব থেকে পশ্চিমবঙ্গ এই বিরাট অঞ্চলের আলু চাষীদের অবস্থা দেখুন তারাও দাম না পেয়ে রাস্তায় আলু ফেলে দিচ্ছেন। কয়েকদিন আগে ছত্তিশগড় এবং তেলঙ্গানা ঘুরে এসেছেন এই কৃষি বিশেষজ্ঞ। সেখানে দেখলাম টমেটো চাষীরা ফসল নষ্ট করে ফেলছেন। মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ চাষীদের অবস্থা তো দেখছি। আসলে সরকার থেকে শুরু করে নীতি নির্ধারণকারী সকলেই বলে চলেছেন যে ফলন বাড়িও। কিন্তু ফলন বৃদ্ধির পরে সেই ফসল কীভাবে বিক্রি করা হবে, তার কোনও নীতি নেই, স্বাভাবিকভাবেই দাম মুখ খুবড়ে পড়েছে।

তিনি আরও বলছিলেন, এটাকে আমি বলি চাষের ক্ষেতে রক্তগঙ্গা বইছে।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিবছর বাজেটে মার্কেট ইন্টারভেনশান স্কিম বা এমআইএসে অর্থ বরাদ্দ করে। ওই অর্থ দিয়ে এরকম পরিস্থিতিতে কৃষকদের কাছ থেকে বাড়তি দাম দিয়ে ফসল কিনে নেয় সরকার। গতবছর ওই খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল দেড় হাজার কোটি টাকা, আর এ বছরের বাজেটে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন হাঙ্গামার রকমের একটা বরাদ্দ রেখেছেন মাত্র এক লক্ষ টাকা। দেবেন্দ্র শর্মা বলছিলেন, শুধু অর্থ বরাদ্দ বা ন্যাফেডকে দিয়ে আপদকালীন ভিত্তিতে পেঁয়াজ কিনলে হবে না। প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যার মধ্যে কৃষি পণ্যের বাজারজাত করণ, আমদানি রপ্তানি নীতি সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। তবেই সামাল দেওয়া যাবে ভারতের কৃষি ক্ষেত্রকে।

আমাদের খাদ্যাভ্যাস জরুরি পরিবর্তনের সূচনা

সুদীপ বসু

আচ্ছা, চিনারা কী কী খায়? প্রশ্নটা ঘুরিয়েও করা যেতে পারে—চিনারা কী কী খায় না?

এই দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া বরং সহজ। করোনা সংক্রান্ত খবরাখবর যখন আমাদের এখানে আসতে শুরু করেছে, সেইসময় চিনের বন্যপশুর বাজারের দিকে আঙুল উঠেছিলো। সেই উহানে পশুবাজারে সাপ,ব্যাঙ, কুকুর, বাদু। এমনকী বানরের মাংসও বিক্রি হয়। চিনের অধিবাসীরা এসব খেয়ে থাকেন, এটা নতুন কিছু নয়। ঘটনা হল, প্রথমদিকে এই ভাইরাসের উৎস স্থল হিসেবে এইসব মার্কেট কেই দায়ী করা হয়েছিল। যদিও এই তত্ত্বেই চূড়ান্ত শিলমোহর পড়েছে বলে তো মনে হয় না।

সে যাইহোক, এই সূত্রেই পৃথিবী জুড়ে ফের নিরামিষভোজীদের গলায় সুর চড়তে শুরু করেছে। নিরামিষ আহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, এটা বলার জন্য বিশেষজ্ঞ না হলেও চলে। কিন্তু বাঙালিরা আদৌ নিরামিষ আহারের জন্য কতটা প্রস্তুত, সেটাও ভেবে দেখার। আমাদের খাদ্যাভ্যাসে পাতে

নিরামিষ আহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, এটা বলার জন্য বিশেষজ্ঞ না হলেও চলে। কিন্তু বাঙালিরা আদৌ নিরামিষ আহারের জন্য কতটা প্রস্তুত, সেটাও ভেবে দেখার। আমাদের খাদ্যাভ্যাসে পাতে এক টুকরো মাছ হলে তো আর কিছু চাই না। মাছেভাতে থাকতে থাকতে নিরামিষের যে কতরকম পদ আছে, তার রেসিপি, এসব আমরা হয় জানিনা, নাহয় ভুলতে বসেছি। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল কাব্য বাইশ রকম নিরামিষ পদের উল্লেখ আছে।

এক টুকরো মাছ হলে তো আর কিছু চাই না। মাছেভাতে থাকতে থাকতে নিরামিষের যে কতরকম পদ আছে, তার রেসিপি, এসব আমরা হয় জানিনা, নাহয় ভুলতে বসেছি। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল কাব্য বাইশ রকম নিরামিষ পদের উল্লেখ আছে। তারমানে একসময় এই বাংলাতেই নিরামিষের চল ছিল। আর এখন তো নিরামিষের চেয়েও কঠোর ‘ভেগানিজম’—এর চর্চা শুরু হয়েছে। ‘ভেগান’ রা এটুকু শুনেই বলবেন, এখন মানে! প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাসই প্রথম ভেগান নিয়ে চর্চা করেন। খ্রিস্টের জন্মের বহু বছর আগেই তিনি প্রথম ‘ভেগান’ ছিলেন। আসলে প্রাচীন ভেগানিজম নতুন ভাবে ফিরে এসেছে। ভেগান মানে নিরামিষাশী তো বটেই, তবে ভেজিটেরিয়ানদের সঙ্গে কিছু ফারাক আছে। ভেগান রা দুধ ঘি, মাখন কিন্তা দুগ্ধ জাতীয় কোনো কিছুই গ্রহণ করেননা। এমনকী মধুও নয়। প্রাণীজগতের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত কোনো খাবারই তাঁরা মুখে তুলবেন না।

ঠিক এই জায়গায় এসে পাঠক ভাববেন, তাহলে খাবো কী? এভাবে বাঁচা যায়?

যদি কেউ এমন ভাবেন, তাহলে এই ‘ভেগান’-দের তালিকায় যাঁরা আছেন, তাঁদের কয়েকজনের নামের উল্লেখ করবো। প্রথম নাম, বিরাট কোহলি। দ্বিতীয় নাম, ডেনাস উইলিয়ামস। বডিবিল্ডার্স বার্নি ডু প্লেসি। ফুটবলার ডেঁফো। রানার স্টুট জুরেখ। এরকম আরো নাম করতে পারি। আর স্পোর্টসম্যানদের নাম করলাম এজন্যেই এরা ‘ভেগান’ হয়েও আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ফিট। শারীরিক দিক থেকে অনেক শক্তিশালী। এই যে বললাম, ভেগান হয়েও ফিট, এটাও যথেষ্ট আপত্তিকর কথা। বরং বলা উচিত ছিল, ভেগান বলেই ফিট। এটা বিরাট কোহলি’র কাছ থেকে ধার করলাম। কোহলি খুব বেশিদিন ভেগান হননি। তাঁর বক্তব্য, ভেগান হওয়ার পর ফিটনেস নাকি আরো বেড়ে গেছে। আমাদের চারপাশে ভেগানদের খুব একটা দেখা না গেলেও নিরামিষভোজীদের দেখা মেলেই। এইসব নিরামিষাশীদের মধ্যে বেশিরভাগই ধর্মীয় কারণে নিরামিষ খেয়ে থাকেন। পড়াশুনা করে, জেনে বুঝে তবেই নিরামিষ আহার গ্রহণ করবো, এমন মানসিকতা তো আমাদের ঐতিহ্যে নেই। ভেগান রা এই চর্চাটা করেন। যেমন খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশো বছর আগে পিথাগোরাস করতেন। এই গণিতবিদ ধর্মীয় কারণে নয়, রীতিমতো অন্ধ কষেই ’ ‘ভেগান’ হয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন, আমি কি ভেগান হতে চলেছি? একেবারেই না। তবে কিনা এই ভাইরাস নামক ‘দেবদূত’র আবির্ভাবে রোজকার খাওয়াদাওয়ার রুটিনে বদল ঘটেছে। যে বদলটা শরীরের পক্ষে ইতিবাচক। দোলের দিন ৭৮০ টাকা কেজি মাটনের দোকানের সামনে যে লোকটি থলে হাতে দাঁড়িয়ে ছিল, সেও এখন ভাবতে শিখেছে সজির কদর। এমনকী দুধ, ঘি, মাখনও এই তালিকায় বাদ। নিজেই ক্রমশ বিরাট কোহলি মনে হওয়ার মুহুর্তে প্রতিদিন বলছি, খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়। জ্ঞানপাপী’র এহেন উপলব্ধি হয়তো ভাইরাস বিদায়ের সঙ্গেই বিদায় নেবে। তবু তো উপলব্ধিটা হল।

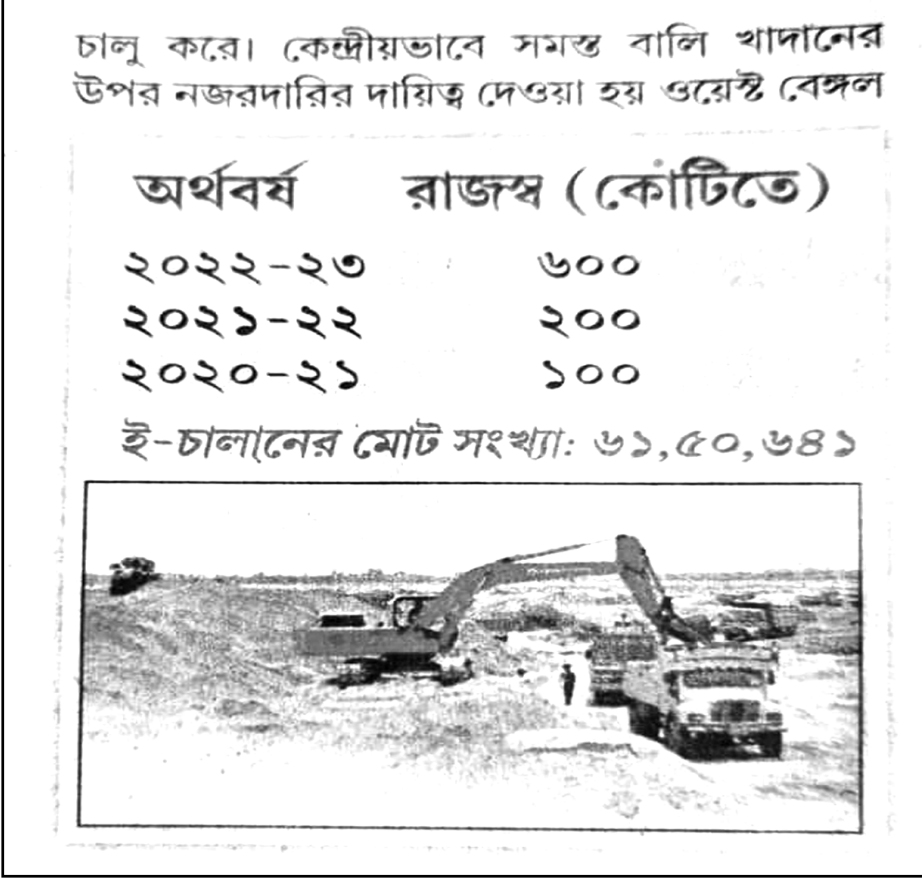
ভাইরাস যাক। এফুনি যাক। কিন্তু, ভয়টা রেখে যাক। সভাতার মঙ্গলের জন্য।

এর নামই এগিয়ে বাংলা!

প্রসূন আচার্য

রাজ্যের সম্পদ, যা নেই! বালি খাদান থেকে আমার আপনার, শুধুই বছরে ৫০০ কোটি রাজস্ব লুট হয়েছে। এবং এখনও কবে বাড়ল? রাজ্যের হচ্ছে। অন্যদিকে সরকারের অন্যতম বড় ডন, বীরভূমের ভাঁড়ে মা ভবানী। লুট না মাথা সিবিআইয়ের হাতে ধরা হলে সরকারের লক্ষ্মীর পড়ার পরে। সময়টা লক্ষ ভাঙারে টাকা ঢুকত! করুন। ২০২১-২২ আর বালি খাদান থেকে চলতি বছরে বালি খাদান সরকারের রাজস্ব এক বছরে থেকে রাজস্ব আয়ের হিসেব বেড়েছে ৫০০ কোটি টাকা! সে কথাই বলছে। এই খবর খবরের মধ্যে চমক থাকলেও বর্তমানের। যা পুরো দিদি এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের ভাইপো পন্থী। সুতরাং কোনও বড় ভূমিকা কি সত্যি হিসেবে গরমিল হওয়ার আছে ? বোধহয় নেই। ঠিক সম্ভবনা নেই!

যেমন পাড়ায় পাড়ায় পুরনো ২০২৩ এখনও শেষ বাড়ি ভেঙে প্রমোটিং এর হয়নি। এই ফাল্গুন চৈত্র নামে উন্নয়নে ক্ষেত্র মাসে নদী থেকে সব থেকে সরকারের কোনও ভূমিকাই বেশি বালি ওঠে। সুতরাং



আরও ১০০ কোটি আয় বাড়বে ধরেই হিসেব দিয়েছি। প্রশ্ন হচ্ছে এই ৫০০ কোটি আগে কার পকেটে যেত ? উত্তর একটাই কাতলা মাথা, তার মেয়ে, ভাই, ভাইপোদের পকেটে!

আর আপনি, আপনার ছেলে মেয়ে, ভাইপো, ভাইঝি বিএ, এমএ, এমএসসি, বিএড পাশ করে সরকারি স্কুলে চাকরির পরীক্ষা দিয়ে হতাশ হয়ে পথে বসে শুধুই চোখের জল ফেলছেন আর অনশন করছেন! এর নামই এগিয়ে বাংলা!

(প্রতিবেদকের ফেসবুক পোস্ট থেকে সংগৃহীত)

এক পদ, এক পেনশন-এ বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের চার দফায় বকেয়া পরিশোধের সিদ্ধান্ত বাতিল

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : এক পদ, এক পেনশন নীতি মামলায় কেন্দ্রকে সতর্ক করল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতিদের মন্তব্য, কেন্দ্র যেন নিজের হাতে আইন না তুলে নেয়।

পাশাপাশি চার দফায় অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী ও তাঁদের বিধবা স্ত্রীদের বকেয়া মেটানোর কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত বাতিলেরও নির্দেশ দেওয়া হল। যোগ্য প্রাপকদের বকেয়া কনো, কীভাবে মেটানো হবে, এদিন তাও জানতে চাইল শীর্ষ আদালত।

আগেই সুপ্রিম কোর্ট এক নির্দেশে জানিয়েছিল, চলতি বছরের মার্চ মাসের মধ্যে এক পদ, এক পেনশন-এর বকেয়া মেটাতে হবে কেন্দ্রকে। যদিও মাঝে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায়, চার দফায় বকেয়া মেটানো হবে। এই বিজ্ঞপ্তি নিয়ে অসন্তুষ্ট সর্বোচ্চ আদালত। এর পরিশ্রেক্ষিতেই নিজের হাতে আইন তোলা নিয়ে মন্তব্য করে বিচারপতিদের বৈষ্ণ। এক পদ, এক পেনশন অনুযায়ী যোগ্যদের বকেয়া মেটানোর প্রক্রিয়া কতটা

বাকি, তা আগামী সোমবারের মধ্যে জানাতে বলেছে আদালত। এর পরেই কেন্দ্রের অ্যাটর্নি জেনারেলকে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, অনুগ্রহ করে এটা নিশ্চিত করবেন যাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক নিজেদের হাতে আইন না তুলে নেয়।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, বকেয়া মেটানোর ক্ষেত্রে ৭৫ বছরের বেশি বয়সি অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী এবং শহিদ বা মৃত সেনা কর্মীদের বিধবাদের অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।

কীভাবে বকেয়া মেটাতে চাইছে কেন্দ্র, সেই বিষয়ে আগামী সপ্তাহের মধ্যে বিশদে জানাতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। উল্লেখ্য, ২০১৯-র ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে সংশোধিত এক পদ, এক পেনশন নীতি। এর ফলে বিপুল পরিমাণ অর্থ বকেয়া বাবদ পেতে চলেছেন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী এবং শহিদ বা মৃত সেনা কর্মীদের বিধবারা। এই নীতিতে লাভানন হবেন ২৫ লক্ষ ১৩ হাজার পেনশনভোগী।

স্কুলের মধ্যে গায়ে গরম ডাল পড়ে মৃত্যু হল অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের

ভুবনেশ্বর, ১৩ মার্চ : স্কুলের মধ্যে গায়ে গরম ডাল পড়ে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রের মৃত্যু হল ওড়িশায়। রবিবার রাতে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয়েছে ওই ছাত্রের। ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার সুন্দরগড় জেলার কইদা এলাকার দেঙ্গুলা উচ্চবিদ্যালয়ে। ওড়িশা টিভি সূত্রে খবর, গত ৬ মার্চ এই ঘটনাটি ঘটে। তবে ছাত্রের মৃত্যুর পর খবরটি প্রকাশ্যে আসে। স্কুলের রান্নাঘরে রাঁধুনিকে সাহায্য করতে গিয়েই ছাত্রের গায়ে গরম ডাল পড়ে। জখম অবস্থায় তাকে প্রথমে কইদা কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়। পরে তাকে একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করানো হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার রাতে মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের। স্কুলের হস্টেলের রান্নাঘরে রাঁধুনিকে কেন সাহায্য করেছিল ওই ছাত্র, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কারনেল বিলাং বলেছেন, স্টোভ থেকে ডালের পাত্রটি নামাতে সাহায্যের জন্য ওই ছাত্রকে ডেকেছিলেন রাঁধুনি। তা নামাতে গিয়েই গরম ডাল পড়ে যায় ছাত্রের গায়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, স্কুলের হস্টেলে পড়ুয়াদের দিয়ে প্রায়ই রান্নার কাজ করানো হয়। এই ঘটনায় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ব্লক শিক্ষা আধিকারিক এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকের বক্তব্য জানা যায়নি।



ঐতিহাসিক জয়ের পর সুরাটের এআইটিইউসি'র লালবাণ্ডার ইউনিয়ন।

 ফটো : নিজস্ব

গুজরাটে লালবাণ্ডা’র লড়াইয়ের উল্লেখযোগ্য জয়

সংবাদদাতা : দীর্ঘ ২২ বছর ধরে লািছিলেন শ্রমিকরা। গুজরাটের সুরাট পুর কর্পোরেশনের এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (রেড ফ্ল্যাগ)-এর নেতৃত্বে দমকল কর্মীরা। কাজের স্বীকৃতি, মজুরি এবং ওভার টাইমের দাবিতে। প্রসঙ্গত, এই রেড ফ্ল্যাগ ইউনিয়নটি এআইটিইউসি’র। আর, সুরাট পুর কর্পোরেশন ৬৬ বছরের পুরোনো। কিন্তু, সেখানে দমকল কর্মীদের দিনে ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা করে খাটানো হোত। কিন্তু, এরজন্য কোনো ওভার টাইম দেওয়া হোত না। অবস্থা চরমে ওঠে বিগত ২৩ বছর ধরে ২০০১ থেকে।

এর বিরুদ্ধে পথে নেমে লড়াইয়ের সঙ্গেসঙ্গে আইনি লািও চালাচ্ছিল এআইটিইউসি’র রেড ফ্ল্যাগ ইউনিয়ন সুরাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইবুনাল কোর্ট

এবং গুজরাট হাইকোর্টে। অবশেষে, গুজরাট হাইকোর্ট দমকল কর্মীদের পক্ষে রায় দেয়। বিচারপতি সোনিয়া গোকানি কর্মীদের বেতনের স্বীকৃতি এবং ওভার টাইমের পক্ষে রায় দেন।

৩ মাসের মধ্যে মাসিক ওভার টাইম প্রথা চালু করার জন্য নির্দেশ দেন। এবং বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিতেও নির্দেশ দেন।

দীর্ঘ লড়াইয়ের এই জয় রাজ্যের দমকল কর্মীদের এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মধ্যেও ব্যাপক সারা ফেলেছে। রেড ফ্ল্যাগ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আডভোকেট বিজয় সেনমারে শ্রমিকদের এই জয়কে ’ ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করেছেন।

সমলিঙ্গের বিয়ের স্বীকৃতি মামলা গেল সাংবিধানিক বেঞ্চে

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : এখনও আইনি বৈধতা পায়নি সমলিঙ্গ বিবাহ আইনের বৈধতা সংক্রান্ত মামলা পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠান সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ১৮ এপ্রিল এই মামলার শুনানি হবে। রবিবার পিটিশন জমা পড়েছে দিল্লি, গুজরাট এবং কোরালা হাই কোর্টে। সমকামী বিবাহের বিরোধিতা করেছিল কেন্দ্র। সামাজিক কারণে বিরোধিতা, জানানো হয় কেন্দ্রের তরফে। যদিও সোমবার এই মামলাকে মৌলিক গুরুত্বের বিষয় বলে উল্লেখ করে আদালত। ২০১৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক রায় দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। সমকামী সম্পর্ক অপরাধ নয়, ঘোষণা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। তবে সমকামী সম্পর্ক বৈধ হলেও সমলিঙ্গ বিয়ে

বিরোধিতা করেছে কেন্দ্র। আরও দাবি করা হয়, সমলিঙ্গের বিবাহ বৈধ হলে সাধারণ বিবাহ আইনের শর্ত লঙ্ঘিত হবে। বিদ্রি়ত হবে বিবাহের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আইনগত এতদিনের ধারণা। যা কখনই উচিত নয়। সোমবার এই মামলার মৌলিক গুরুত্ব বিবেচনা করে তা পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠান সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, সাংবিধানিক অধিকার এবং যে কোনও আইন প্রণয়নের মধ্যে জটিলতা রয়েছে। সেকথা ভেবেই পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠানো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ মামলাটিকে। শুনানি হবে ১৮ এপ্রিলে।

ভিতরে কেউ আটকে আছে কি না খুঁজছে পুলিশ

মুম্বাইয়ের গোরেগাঁওয়ে আসবাবের বাজারে ভয়াবহ আগুন

মুম্বাই, ১৩ মার্চ : মুম্বইয়ের গোটা এলাকা। পুলিশ জানিয়েছে, আসবাবের একটি গুদামে আগুন লাগে। সেই আগুন বাকি দোকানগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানিয়েছে, বাজারের ভিতরে কেউ আটকে নেই। কিন্তু তার পরেও আশঙ্কা কমছে না। যে সময় বাজারে আগুন ধরেছে, অনেকেই ওই সময় দোকান খোলেন। তাই কেউ আটকে পড়েছেন কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কী ভাবে আগুন লেগেছে তা এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি দমকল। প্রাথমিক ভাবে তাদের ধারণা শর্ট সার্কিট থেকে

আগুন লেগে থাকতে পারে। কিন্তু এক প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, তিনি বাজারের ভিতরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়েছিলেন। তার পরই আগুন লাগে বাজারে। ওই ব্যক্তির দাবি সত্যি কি না তা-ও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এক দোকান মালিক জানিয়েছেন, বাজারের বহু দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। কয়েক কোটি টাকার জিনিস ভস্মীভূত হয়েছে। তবে কত ক্ষতি হয়েছে তার এখনও স্পষ্ট হিসাব পাওয়া যায়নি বলে ওই দোকান মালিকের দাবি।

ইউজিসি চেয়ারপার্সন জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে নেট’ই যথেষ্ট পিএইচডি-র প্রয়োজন নেই

হায়দরাবাদ, ১৩ মার্চ : কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে চাকরির জন্য উদ্ভূর অফ ফিলোজফি বা পিএইচডি ডিগ্রি বাধ্যতামূলক নয়, জানালেন ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারপার্সন এম জগদীশ কুমার। তিনি জানিয়েছেন, এ বার থেকে শুধু ন্যাশনাল এলিজবিলিটি টেস্ট বা নেট পাশ করলেই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি মিলবে। হায়দরাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নবনির্মিত ইউজিসি-এইচআরডিসি ভবনের উদ্বোধনে হাজির হয়েছিলেন জগদীশ।

সেখানেই তিনি জানান, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপকদের নিয়োগে পিএইচডি ডিগ্রিকে আর বাধ্যতামূলক বলে বিবেচনা করা হবে না। দেশের নানা প্রান্তে অনেক যোগ্য প্রার্থীরা রয়েছেন যাঁরা পিএইচডি ডিগ্রি না পাওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারছেন না। তাঁদের কথা

ভেবেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানান জগদীশ। এ ভাবে, অধ্যাপকদের উঁচু স্তরে পড়ানোর সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। জগদীশ আরও জানান, এক দেশ-এক তথ্য সম্বলিত একটি পোর্টাল খুলছে ইউজিসি। সেখান থেকে তাদের যাবতীয় নিয়মাবলী এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন প্রার্থীরা। সেই সঙ্গে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদেরও শিক্ষার পাঠ দেওয়া হবে।এর আগে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপকের পদে আবেদনের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হিসাবে পিএইচডি ডিগ্রির উল্লেখ করেছিল ইউজিসি। কেন্দ্র সেই নির্দেশিকায় সংশোধন করে।

নিদেশিকাটি ২০২১ সাল থেকেই প্রযোজ্য হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা অতিমারির কারণে সেই প্রক্রিয়া পিছিয়ে যায়। তত দিন নেটের ফলাফলের মাধ্যমেই নিয়োগ হচ্ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে।

উত্তরপ্রদেশে খেলতে গিয়ে মাথায় ভেঙে পড়ল শৌচালয়ের ছাদ, প্রাণ হারাল পাঁচ বছরের শিশু

লখনউ, ১৩ মার্চ : সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে বেরিয়েছিল পাঁচ বছরের শিশু। কিন্তু আর বাড়ি ফেরা হল না। মাথার উপর শৌচালয়ের ছাদ ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল তার।

শনিবার সন্ধ্যায় উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরি এলাকার ছপরতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত শিশুটির নাম পঙ্কজ। তিন বছুর সঙ্গে সন্ধ্যায় খেলতে বেরিয়েছিল পঙ্কজ। খেলতে খেলতে একটি শৌচালয়ের ভিতরে ঢুকে পড়ে সে।

হঠাৎ মাথার উপর শৌচালয়ের ছাদ ভেঙে পড়ে। খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা ছুটে গেলে ধ্বংসস্থপের তলা থেকে উদ্ধার করা হয় পঙ্কজের মৃতদেহ। পঙ্কজের বাবা লাল্টা



এই সেই শিশু পঙ্কজ।

 ফটো : সংগৃহীত

প্রসাদ পেশায় কৃষক। তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং গ্রাম সচিবের বিরুদ্ধে ময়গলগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, গ্রামে যে শৌচালয়গুলি নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলির অবস্থা শোচনীয়। নিম্ন মানের কাঁচামাল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। একটি শৌচালয়ও ব্যবহার করা যায় না বলে দাবি তাঁদের। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রবিবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের এক আধিকারিক। তিনি জানান যে, ২০১৬ সালে স্বচ্ছ ভারত অভিযান-এর আওতায় গ্রামে ২০টি শৌচালয় তৈরি করা হয়েছিল। প্রতিটি শৌচালয় নির্মাণের জন্য ১৪ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। ওই আধিকারিক বলেন, জেলা প্রশাসনের তরফে শৌচালয়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হবে। প্রয়োজনে কড়া পদক্ষেপও করা হবে।

শৌচালয়গুলি নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলির অবস্থা শোচনীয়। নিম্ন মানের কাঁচামাল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। একটি শৌচালয়ও ব্যবহার করা যায় না বলে দাবি তাঁদের।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রবিবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের এক আধিকারিক। তিনি জানান যে, ২০১৬ সালে স্বচ্ছ ভারত অভিযান-এর আওতায় গ্রামে ২০টি শৌচালয় তৈরি করা হয়েছিল।

প্রতিটি শৌচালয় নির্মাণের জন্য ১৪ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে।

ওই আধিকারিক বলেন, জেলা প্রশাসনের তরফে শৌচালয়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হবে। প্রয়োজনে কড়া পদক্ষেপও করা হবে।

দীর্ঘদিন বিল জমা দেননি, প্রচুর টাকা বকেয়া আজাদের বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন

শ্রীনগর, ১৩ মার্চ : জন্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন শনিবার উপত্যকার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং ডেমোক্রেটিক আজাদ প্রগ্রেসিভ পার্টির চেয়ারম্যান গুলাম নবি আজাদ এবং জন্মু ও কাশ্মীর বিজেপির সভাপতি রবিন্দ্রর রায়না-সহ বেশ কয়েকজনের বাসভবনে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। এই ব্যাপারে প্রশাসনের অভিযোগ, এই সব ব্যক্তিদের কেউই বিদ্যুতের বকেয়া বিল শোধ করেননি। তাই বিদ্যু সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এই ব্যাপারে আজাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা না-গেলেও, রাজ্যসভার প্রাক্তন বিরোধী দলের নেতার ঘনিষ্ঠ সূত্র নিশ্চিত করেছে যে শনিবার সন্ধ্যায় আজাদের বাসভবনে বিদ্যু সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল।আর, জন্মু কাশ্মীর বিজেপির রাজ্য সভাপতি রবিন্দ্রর রায়না দাবি করেছেন, তিনি নিয়মিত বিদ্যু বিল পরিশোধ করেছেন। তার পরও তাঁর বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এই ব্যাপারে রায়না বলেন, আমি এই মুহূর্তে রাজৌরিতে আছি। আমি জন্মুতে ফিরে আসার পর বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ খুঁজে বের করব। আজাদ এবং রায়না ছাড়াও, যে অপর বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার বাড়ি বিদ্যুৎ দফতর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিল, তিনি হলেন রামবনের প্রাক্তন বিধায়ক বিজেপির নীলাম লাস্কে। এই তিন নেতাই জন্মু শহরের সরকারি আবাসনে এবং ধনী এলাকা গান্ধী নগরে থাকেন। বিদ্যুৎ বিভাগের খবর, এই তিন নেতার ২ লক্ষ টাকারও বেশি বিদ্যুতের বিল বকেয়া আছে। বিদ্যুৎ দফতর সূত্রে খবর, এই তিন নেতা ছাড়াও বান্ধীকি কলোনিতে বসবাসকারী লোকদের বাড়িতেও বিদ্যু সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে। কারণ, ওই কলোনির বাসিন্দাদের বাড়িতে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ২ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এই কলোনির বাসিন্দারা তাঁদের বিদ্যুৎ বিল শোধ করেননি, কারণ তাঁদের প্রতিবেশী পঞ্জাব থেকে আনা হয়েছিল। আর, কয়েক দশক ধরে তাঁরা জন্মুতে বসবাস করছেন। বিদ্যুৎ বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছেন, বান্ধীকি কলোনির বাসিন্দারা দাবি করেছেন, জন্মু শহরে তাঁদের নিকারির কাজ করার জন্য আনা হয়েছে। এখানে তাঁদের বিনামূল্যে সমস্ত সুবিধা দেওয়া হবে, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েই জন্মু-কাশ্মীরের তকালীন রাজা সরকার বসতি বানিয়ে দিয়েছে। সেই কারণে তাঁরা বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করেননি।

মুম্বাই বিমানবন্দরে তোলাবাজির নয়া কৌশলে হয়রান সিবিআইও

মুম্বাই , ১৩ মার্চ : মুম্বাই বিমানবন্দরে জি পে এক্সটরশন চলছে! তদন্তে নেমে এমনই তথ্য হাতে পেয়েছে সিবিআই। কেণ্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এক সূত্রের দাবি, বিমানবন্দরের আধিকারিক এবং বেশ কিছু কর্মীর বিরুদ্ধে এই তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে। একটি বড় সিভিলকোর্ট কাজ করছে বিমানবন্দরের ভিতরেই। জি পে এক্সটরশন-এর তিনটি এমন ঘটনা তদন্তকারীদের হাতে এসেছে। তোলাবাজির এই নয়া কৌশলে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন তাঁরা। সিবিআই সূত্রে খবর, এই এক্সটরশন কাণ্ডে ইতিমধ্যেই ৬৮

জন আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে। কিন্তু এক সপ্তাহে পর পর আরও তিনটি মামলা স্পষ্ট করেছে যে, বিমানবন্দর শুল্ক আধিকারিকদের তোলাবাজির ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।সিবিআইয়ের এফআইআর অনুযায়ী, শুল্ক সুপারিস্টেডেন্ট অলোক কুমারের বিরুদ্ধে এই ধরনের তোলাবাজি চক্র চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এক যাত্রী দুবাই থেকে মুম্বই বিমানবন্দরে নামেন। তাঁর কাছে সোনার গয়না ছিল। ওই যাত্রীর দাবি, বোনকে উপহার দেওয়ার জন্য এই গয়না ভারত থেকে দুবাইয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

সেই সময় তিনি বিমানবঃন্দরে এই গয়না সম্পর্কে ডিক্লেয়ারেশনও দেন। কিন্তু সেই উপহার বোন না নেওয়ায় আবার নিজের সঙ্গেই ফেরত নিয়ে আসেন। শুল্ক আধিকারিককে সেই ডিক্লেয়ারেশন’ও দেখান। অভিযোগ, তা মানতে রাজি হননি অলোক কুমার। উল্টে ওই যাত্রীর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করেন এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা কাস্টম ডিউটি’ হিসাবে দাবি করেন। এর পর বাকিটো ফোন করে ৯০ হাজার টাকা নগদ আনান ওই ব্যক্তি। কাশ্য লোডারের মাধ্যমে সেই টাকা বিমানবন্দরের বাইরে

থেকে নেওয়া হয়। বাকি ৩০ হাজার টাকা জি পে-র মাধ্যমে নেওয়া হয়। ওই যাত্রী টাকার রশিদ চাইলে তাঁকে ভয় দেখিয়ে বলা হয়, এটা প্রোটোকশন দায়ের। সিবিআই দ্বিতীয় যে মামলা দায়ের করেছে সেখানে বলা হয়েছে, এক যাত্রী ব্যাঙ্ক থেকে মুম্বই ফেরেন। তাঁর সঙ্গে নতুন জুতো, ঘড়ি এবং সোনার কাশনা ছিল। অলোক কুমার ওই যাত্রীকে আটক করে কাস্টম ডিউটি’র নামে ৬০ হাজার টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ। কিন্তু দর কষাকষির পর সেই টাকার পরিমাণ সাড়ে ১০ হাজারে নামে। সেই টাকা বিমানবন্দরের এক কর্মী

রোহিত গায়কোয়াড়ের অ্যাকাউন্টে জি পে-র মাধ্যমে দিতে বলা হয় যাত্রীকে। তৃতীয় মামলায় এক যাত্রী আবু ধাবি থেকে গত ৪ মার্চ মুম্বাইয়ে ফেরেন। বিমানবন্দরে আর এক শুল্ক আধিকারিক সুরেন্দ্র কুমার মীনা ওই যাত্রীকে আটক করেন। সোনা নিয়ে আসার জন্য তাঁর কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা কাস্টম ডিউটি হিসাবে দাবি করা হয়।

দর কষাকষির পর সেটি ১২ হাজারে নামে। সেই টাকা জি পে-র মাধ্যমে সুরেন্দ্র নেন বলে অভিযোগ। এই তিনটি মামলারই তদন্ত করছে সিবিআই।

জেলায় জেলায়

রাস্তার দাবিতে ভোট বয়কটের হুমকি

সিরাজুল ইসলাম, বোলপুর : লক্ষিনারায়নপুর পঞ্চায়েতে ভোট এলেই দল ভাঙ্গা গড়ার রূপশিমুল থেকে হোসনাবাদ খেলা দেখতে সবাই অভ্যস্ত। কিন্তু যাওয়ার দু'কিলোমিটার রাস্তার রাস্তা অবরোধ করে সবাই মিলে তার উন্নয়নের দাবিতে অনড় অবস্থানে থাকার ঘটনা দেখালো লক্ষিনারায়নপুর। বীরভূম জেলার অন্তর্গত দুবরাজপুর ব্লকের অনেক দিন ধরেই বিভিন্ন তদবির

চলছে। কিন্তু, কোনো কাজই হচ্ছে না। তাই এই দুরবস্থার প্রতিবাদ। হোসনাবাদ গ্রামবাসীদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় নেতাদের দাবি জানিয়ে কোনো ফল পাওয়া যায়নি। তাই দলমত নির্বিশেষে সবাই মিলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভোটার ৫১ লক্ষাধিক

আনসার মোল্লা, বহরমপুর : পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা গ্রহণ করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ২০২৩ সালের ৬ জানুয়ারি ভারতের নির্বাচন কমিশন যে ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে সেটি ২১ ফেব্রুয়ারি খসড়াভাবে গ্রহণ করেছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সেই ভোটার তালিকা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানান, ভোটার তালিকা গ্রহণের মাধ্যমে রাজ্যে একপ্রকার পঞ্চায়েত ভোটের দামামা বেজে গেল।

জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, মুর্শিদাবাদ জেলায় ৫,১৪৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাংসদ রয়েছে।

জেলায় ওইসব সাংসদ এলাকার মোট ভোটার হলেন ৫১ লক্ষ ৪ হাজার ৩২৯জন। এর মধ্যে ২৫,৯৫,২৬৭ জন পুরুষ ভোটার আর ২৫,০৮,৯৬৮ জন মহিলা ভোটার এবং ৯৪ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার। সবকিছু ঠিক থাকলে এই ভোটাররাই এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দেবার সুযোগ পাবে। প্রশাসন সূত্রের খবর গত অক্টোবরে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের আসন পুনর্বিন্যাসের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এবারে ভোটার তালিকাও গ্রহণ করল। ফলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতিতে অনেকটাই এগিয়ে গেল রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

মিনাখাঁর বিধায়কের মেয়ের চাকরি গেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : একটা কথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার তালিকায় তাঁর মেয়ে বিনতা এখানকার বিধায়ক খুব প্রভাবশালী। দৃষ্টান্ত মলেও সুনাম আছে। তা বিগত ২০১১ সালের পর থেকে যে কটা নির্বাচন হয়েছে সবগুলোতে শাসকদলের প্রার্থীদের জেতাতে বৃথ দখল, স্বাস্থ্য সবকিছুর পিছনে বিধায়কের প্রভাব কাজ করে। সেই প্রভাবশালী বিধায়ক উষারানী মণ্ডলের মেয়ের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চাকরি চলে গেল। মেয়ের চাকরি বাতিলে অস্বস্তিতে পড়েছেন মিনাখাঁর

তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক উষারানী মণ্ডল। চাকরি বাতিলের তালিকায় তাঁর মেয়ে বিনতা মণ্ডলের ১৪১ নম্বরে নাম আছে। কয়েকদিন আগে হাইকোর্টের এক গ্রুপ সি কমীরা। এছাড়াও চাকরি বাতিলের তালিকায় নাম রয়েছে শালবনীর বিধায়ক তথা ক্ষেত্র সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতোর ভাই খোকন মাহাতোর। চাকরি গিয়েছে ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তৃণমূলের ডায়মন্ড হারবার টাউন সভাপতি অমিত সাহার। ২০১৮ সালে গ্রুপ-সি

এর চাকরি পেয়েছিলেন বিনতা। বেলঘড়িয়া নন্দন নগর আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এতদিন কাজ করছিলেন তিনি। এদিকে চাকরি বাতিলের তালিকায় তৃণমূল বিধায়কের মেয়ের নাম আসায় অস্বস্তি বেড়েছে শাসক তৃণমূলের। ইতিমধ্যে এ নিয়ে আসরে নেমে পড়েছে বামপন্থী সহ বিরোধীরা। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্য সরকার চাকরির সুরক্ষা দিতে পারছে না, কৃষকদের আয়ের সঠিক ব্যবস্থা করতে পারছে না। তারা একটাই কাজ করেছে সমস্ত ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং পুঙ্কুর চুরি।

ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোথাও মেয়ে, কোথাও ছেলে, আবার কোথাও নিজের আত্মীয়দের ক্ষমতাবলে চাকরি দিয়েছেন। এহেনও প্রভাবশালী বিধায়ক উষারানী মণ্ডল মেয়ের চাকরি নিয়ে মুখে কুলুপ এটেছেন। বিনতা এখন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে শুল্কর বাড়িতে থাকেন। তৃণমূলের হাড়োয়া দু'নম্বর ব্লক সভাপতি ফরিদ জমাদার বলেন, বিধায়ক কি করে চাকরি দিয়েছেন, সেটা ওনার ব্যাপার। তৃণমূল কংগ্রেস এর জন্য দায়ী নয়।

সদ্য প্রকাশিত

তরী হতে তীর

পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
চতুর্থ প্রকাশ

দাম : ৫০০.০০ টাকা

ঠিকানা কলকাতা

সুনীল মুন্সী
তৃতীয় সংস্করণ

দাম : ২০০.০০ টাকা

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান

(চতুর্থ খণ্ড)

মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত
দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

দাম : ৪৫০.০০

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

মনীষা প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই

জীবনী		
কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী	: নিকোলাই ইভানভ	৭০.০০
দর্শন		
দার্শনিক লেনিন	: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৯০.০০
ইতিহাস		
ইতিহাসের ধারা	: সুশোভন সরকার	৭৫.০০
সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও		
রামের অযোধ্যা	: রামশরণ শর্মা	৩০.০০
বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য		১০০.০০
ঠিকানা : কলকাতা	: সুনীল মুন্সী	২০০.০০
সাহিত্য		
আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি		২৫০.০০
রবীন্দ্র সাহিত্য		
রবীন্দ্র ভাবনা		
নির্বাচিত প্রবন্ধ	: তপতী দাশগুপ্ত	১৫০.০০
কাব্যগ্রন্থ		
দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র	:	২৫০.০০
বিজ্ঞান		
রাসায়নিক মৌল কেমন করে		
সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল	: ড. ন. ত্রিফোনভ ড. দ. ত্রিফোনভ	২৫০.০০
বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান	: মঞ্জুকুমার মজুমদার, ভানুদেব দত্ত (মোট ১৫ খণ্ড)	
CAA, NRC, NPR	: ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন ড. বি. কে. কন্দো	
মানছি না		
বিজেপির স্বরূপ	: এ. বি. বর্ধন	
(পরিবর্তিত সংস্করণ)		

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Karl Marx Remembered : Editor : Philip S. Foner

Rs. 55.00

Somenath Lahiri Collected Writings : Rs.15.00

Rise of Radicalism in Bengal

in the 19th Century : Satyendranath Pal

Rs. 190.00

Peasant Movement in India

19th-20th Centuries : Sunil Sen

Rs. 90.00

Political Movement in Murshidabad

1920-1947 : Bishan Kr. Gupta

Rs. 85.00

Forests and Tribals : N. G. Basu

Rs. 70.00

Essays on Indology

Birth Centenary tribute to Mahapandita

Rahula Sankrityayana :

Editor. Alaka Chattopadhyaya

Rs. 100.00

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

প্রবীণ কমিউনিস্ট যোগেন্দ্র পাল চলে গেলেন

সংবাদদাতা : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার, চৈতন্যপুর অঞ্চলের মাগুরীজগন্নাথচক শাখার আজীবন সংগ্রামী কমরেড যোগেন্দ্র পাল চলে গেলেন। বয়স হয়েছিল ৮৪। রেখে গেলেন স্ত্রী, দুই পুত্র, এক বিবাহিত কন্যা, পুত্রবধূ ও নাতি নাতনী। রবিবার রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাগুরীজগন্নাথচক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এর প্রাক্তন সদস্য ছিলেন। গ্রামের যাবতীয় সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। তার মরদেহে রক্তপতাকা ও পুষ্পস্তবক প্রদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সিপিআই রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষে নির্মল বেরা, চৈতন্যপুর আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষে নিতাই প্রামানিক, মাগুরীজগন্নাথচক শাখা সম্পাদক বিশ্বনাথ নায়ক, বর্ষীয়ান শ্যাম পাল ও শুভানুধ্যায়ী অজিত মণ্ডল প্রমুখ। তাঁর মৃত্যুতে গ্রামবাসীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

ফের প্রচুর বোমা উদ্ধার বীরভূম এখন বোমার খনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রবিবার ফের বীরভূমে গ্রামে থেকে প্রচুর বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। বোম স্কোয়াড এসে বোমাগুলো উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করে বলে জানা গিয়েছে। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সেই সঙ্গে আতঙ্ক। ঝুঁকি এড়াতে এলাকাটি ঘিরে রেখেছে পুলিশ।

গত কয়েকদিন আগেই বীরভূমে প্লাস্টিকের ড্রামে বোমা উদ্ধার করা হয়েছিল। পঞ্চায়েত ভোটের আগে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বোমা উদ্ধার হচ্ছে। রাজ্যের একাধিক জায়গায় বোমা উদ্ধার হচ্ছে। জেলার তালিকার মধ্য প্রথম সারিতে বীরভূম। তারাপাঠী থানার খামেডা গ্রামে থেকে প্রচুর বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে খামেডা কোয়েল পুকুরের

ধার থেকে এই বোমাগুলি উদ্ধার করা হয়। প্লাস্টিকের চারটি বালতিতে এই বোমাগুলি রাখা ছিল বলে জানা গিয়েছে। সম্ভ্রতি পাড়ই থানার ভেড়ামারি গ্রাম থেকে তিনটি প্লাস্টিকের ড্রাম ভর্তি বোমা উদ্ধার করে পাড়ই থানার পুলিশ। বোমা যেখান থেকে উদ্ধার করা হয়, সেই এলাকা প্রথমে ঘিরে রেখেছিল পুলিশ। পাশাপাশি কিছুদিন আগে শুধুই বোমা উদ্ধার নয়, বোমা বিস্ফোরণও হয়েছিল বীরভূমের ওই এলাকায়। পাড়ইয়ের এই ভেড়ামারি গ্রামেই তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির সদস্য শেখ হাফিজুলের বাড়ির গোয়াল ঘরে বোমা বিস্ফোরণ হয়।

বিস্ফোরণের তীব্রতায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় গোয়ালঘর।

বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, তাঁর বিকট শব্দ ১২ থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে বোলপুরেও শোনা গিয়েছিল বলে জানানো হয়েছিল পুলিশের তরফে।

বোমা উদ্ধারের ঘটনায় ইতিমধ্যেই অসংখ্যবার নাম উঠেছে বীরভূমের। এই ঘটনায় সরব হতে দেখা যাচ্ছে বিরোধী দলনেতাদেরও। এমন কি অতীতে রাজনৈতিক নেতার বাড়িতেও বোমা উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। এবার সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় হরিদেবপুরকাণ্ডে ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, ‘অস্ত্র আসছে বিহার, ঝাড়খন্ড, উত্তরপ্রদেশ থেকে’। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, রাজ্য প্রশাসন কি করছে ?



হাবড়া পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য বিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে ডাঃ সাধন সেন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন ফর ট্রপিক্যাল ডিজিসেস এন্ড রিসার্চ সেন্টারে দুহুদের চিকিৎসা পরিষেবা রবিবার থেকে শুরু হয়েছে। রোগী দেখছেন সংগঠনের সভাপতি সূচিকিৎসক ডাঃ সূজন সেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, গত ৪ মার্চ “ডাঃ সাধন সেন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন ফর ট্রপিক্যাল ডিজিসেস এন্ড রিসার্চ সেন্টার” এবং “চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র” উদ্বোধন হয়। প্রতি শনিবার ও রবিবার সকাল ৯.৩০ থেকে ১১.০০ টা পর্যন্ত পরিষেবা পাওয়া যাবে।

ফটো : নিজস্ব

মা ক্যানসারে আক্রান্ত তবু কালান্তরের পাশে তৃপ্তি মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি : মা দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত। চিকিৎসা খরচ প্রচুর। তবুও কালান্তরকে সাহায্য করতে চলেছেন। মা ক্যানসারে আক্রান্ত। চিকিৎসা খরচ প্রচুর। তবুও কালান্তরকে সাহায্য করতে চলেছেন। মা ক্যানসারে আক্রান্ত। চিকিৎসা খরচ প্রচুর। তবুও কালান্তরকে সাহায্য করতে চলেছেন।

গ্রামে। বাবা কার্তিক মণ্ডল ছিলেন সিপিআই এবং কৃষকসভার নেতা। ২০২১ সালে বাবা প্রয়াত হয়েছেন। মা রেনুবালা মণ্ডল সিপিআই ও পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির নেত্রী। রেনুবালা মণ্ডল প্রায় একবছর ধরে ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। মধ্যমগ্রামে মেয়ের বাড়িতে থাকেন। কালান্তর দিয়ে কালান্তরের পাশে থাকতে চাই। কালান্তরের জন্য ৪ হাজার টাকা আবুল গোবরডাঙ্গা বাদে খাটুরা

মার্চ রেনুদির শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিতে তার মেয়ের বাড়িতে যান। রেনুদির মেয়ে তৃপ্তি আব্দুল অলিলকে জানান কালান্তরে অসংখ্য ভালো খবর থাকে, যা অন্য কোন সংবাদ মাধ্যমে পাইনা। একটা অসম্ভব লড়াই কালান্তর করছে। সামান্য অর্থ দিয়ে কালান্তরের পাশে থাকতে চাই। কালান্তরের জন্য ৪ হাজার টাকা আবুল অলিলের হাতে তুলে দেন।

উচ্চমাধ্যমিক শুরুর আগে স্কুলের গেটে আবর্জনার স্তূপ

সংবাদদাতা : মঙ্গলবার থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু। তার আগে এভাবে পরীক্ষা শুরু। তার আগে স্কুলের গেটের সামনে আবর্জনার স্তূপ। উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার বিরুদ্ধে নোংরা ফেলে রাখার অভিযোগ তুলেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। যদিও তা অস্বীকার করেছেন পুরপ্রধান।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু। তার আগে স্কুলের গেটের সামনে আবর্জনা ফেলায় ক্ষুব্ধ স্কুল কর্তৃপক্ষ। আগামী ১৪ মার্চ, মঙ্গলবার থেকে শুরু এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা চলবে সকাল ১০ থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। উচ্চমাধ্যমিক এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ৫৫ হাজার। গতবারের থেকে এই সংখ্যা বেড়েছে ১ লক্ষেরও বেশি। মোবাইল বা কোনও রকম যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতে কোনও পরীক্ষার্থী ঢুকে পড়তে না পারে, তার জন্য বেশ কিছু সদক্ষেপ করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

সংসদ সূত্রে খবর, এবার পরীক্ষা নেওয়া হবে মোট ২ হাজার ৩৪৯টি কেন্দ্রে। যার মধ্যে বেশ কিছু কেন্দ্রে স্পর্শকাতর ও অতি স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্পর্শকাতর কেন্দ্রে থাকবে মৌল ডিটেক্টর। এবং অতি স্পর্শকাতর কেন্দ্রে রেডিও ক্রিকোয়েলি ডিটেক্টর। ঢোকার সময় ২ দফায় চেকিং করা করা হবে পরীক্ষার্থীদের। সংসদ সূত্রে খবর, পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টার মধ্যে কোনও পরীক্ষার্থী শৌচালয়ে যেতে পারবে না। বারোটা ৪৫-এর আগে পরীক্ষা কেন্দ্র ছেড়ে বেরনো যাবে না। প্রশ্নপত্রের পাশাপাশি, এবার উত্তরপত্রও কিছু বদল থাকছে বলে জানিয়েছেন সংসদ সভাপতি।

স্কুলের গেটের সামনে উঁই করে রাখা আবর্জনা। বন্ধ ঢোকা-বেরোনের পথ। আবর্জনা দিয়ে কার্যত গোটা গেটটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছে। এই ছবি উত্তরপাড়া উচ্চরাত্ত্রীয় বিদ্যালয়ের। স্কুল এই ছবি উত্তরপাড়া উচ্চরাত্ত্রীয় বিদ্যালয়ের। স্কুল এই ছবি উত্তরপাড়া উচ্চরাত্ত্রীয় বিদ্যালয়ের।

উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভার কমীরা সেগুলো তুলে নিয়ে যেতেন।

সম্প্রতি এই হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের সামনে আবর্জনা ফেলতে বারণ করা হয়। স্কুলের বাইরে ভ্যাট রাখার প্রস্তাব দেয় পুরসভা। সেই নিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে পুরপ্রধানের বচসা হয়। তারপরই স্কুলের গেটের সামনে আবর্জনা ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। উত্তরপাড়া উচ্চ রাত্ত্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক সৌগত বসু বলেন, উনি আমাদের প্রধান শিক্ষককে নিজের কমী বলেছেন। ভাট রাখতে চাইলে রাখুন। কিন্তু প্রতিহিংসা করে পুরসভা আমাদের গেটের সামনে নোংরা ফেলে গেছে।” মঙ্গলবার থেকে

পাঁচ বছরের মধ্যে মার্কিন–দক্ষিণ কোরিয়া বৃহত্তম যৌথ সামরিক মহড়া

সিওল, ১৩ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া সোমবার গত পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের সবচেয়ে বড় যৌথ সামরিক মহড়া শুরু করেছে। মহড়া শুরুর আগে পরমাণু শক্তির উত্তর কোরিয়া সতর্ক করে বলেছিল, তারা এই ধরনের পদক্ষেপকে যুদ্ধ ঘোষণা হিসেবে

গণ্য করতে পারে। এ ছাড়া মহড়া শুরুর প্রাক্কালে রবিবার উত্তর কোরিয়া কৌশলগত ত্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে। সাধারণত, পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষেত্রে কৌশলগত শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সাম্প্রতিক মাসগুলোয় উত্তর

কোরিয়া একের পর এক নিষিদ্ধ অস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়ে আসছে। সোমবার থেকে অন্তত ১০ দিন এই মহড়া চলার কথা রয়েছে। উত্তর কোরিয়ার দ্বিগুণ আগ্রাসনের মুখে পরিবর্তিত নিরাপত্তা পরিস্থিতি মোকাবিলার বিষয়টি এই মহড়ায় গুরুত্ব পাবে।

যুক্তরাষ্ট্র–দক্ষিণ কোরিয়ার এই ধরনের সামরিক মহড়ার বিষয়ে তাঁর আপত্তি জানিয়ে আসছে পিয়ংইয়ং। তারা এই ধরনের মহড়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে নানা প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে আসছে। এই ধরনের মহাাকে আক্রমণের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে দেখছে পিয়ংইয়ং।

সৌদি আরবে

জর্ডানের নাগরিকের

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

রিয়াধ, ১৩ মার্চ : সৌদি আরবে জর্ডানের এক নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মাদকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ছিল। পরিবার বলছে, ওই ব্যক্তিকে নির্খাতন করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছিল। ওই ব্যক্তির নাম হুসেন আবু আল–খায়ের (৫৭)। তাঁর আট সন্তান। তিনি ধনাঢ্য একজন সৌদি ব্যক্তির গ্যাটালক ছিলেন। ২০১৪ সালে জর্ডান সীমান্ত পার হয়ে সৌদি আরবে ঢোকার সময় হুসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য পাচারের অভিযোগ ছিল। পরে হুসেনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল হুসেনের বিচারপ্রক্রিয়াকে অন্যায় হিসেবে অভিহিত করেছেন। হুসেনের বোন জয়নব আবুল আল–খায়ের বলেন, কারাগারে তাঁর পা বেঁধে মারধর করা হয়েছিল। জয়নব আরও বলেন, এ বছরের শুরুতে তাঁর ভাই বলেছিলেন জোরপূর্বক আদায় করা স্বীকারোক্তি বিচারপ্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে তিনি ভাবতে পারেননি। পরে হুসেনের মামলা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নজরে আসে। সৌদি আরব গত নভেম্বর মাসে মাদকের অপরাধের কারণে মৃত্যুদণ্ডের ওপর অনানুষ্ঠানিক স্থগিতাশেষা তুলে নেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই ১৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। রাষ্ট্রসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ অন আরবিট্রারি ডিটেনশন বলেছে, হুসেন আবুল আল–খায়েরকে আটকের কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। ২০২২ সালের শেষদিকে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় তাঁর মুক্তির জন্য আহ্বান জানিয়েছিল।

কার্যালয় বলছে, মাদক সংক্রান্ত অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া আন্তর্জাতিক নীতি ও মানদণ্ড অনুসারে অসংগতিপূর্ণ। রাষ্ট্রসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ অন আরবিট্রারি ডিটেনশনের মুখপাত্র লিজ থ্রোসেল হুসেনকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে সৌদি আরবের সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। তাঁকে চিকিৎসাসেবা ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ওয়ার্কিং গ্রুপটি আরও বলেছে, সৌদি সরকার ওই ব্যক্তির পরিবারকে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ে অবহিত করেনি। ফলে পরিবার তাঁকে বিদায় জানানোরও সুযোগ পায়নি। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান না নেওয়ায় ব্রিটেনসহ সৌদি আরবের মিত্র দেশগুলো সমালোচিত হয়েছে। আলোচনায় এসেছে মোহাম্মদ বিন সালামানের আমলে এক দিনে ৮১ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনাও।

লিবিয়া উপকূলে নৌকা ডুবে ৩০ অভিবাসন প্রত্যাশী নিখোঁজ



ভূমধ্যসাগর হয়ে নৌকায় চপে অবৈধ উপায়ে ইউরোপে পাড়ি জমানোর প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে প্রতিবছরই শত শত অভিবাসনপ্রত্যাশীর প্রাণহানি হচ্ছে।

ত্রিপলি, ১৩ মার্চ : ইউরোপে যাওয়ার পথে লিবিয়ার উপকূলে ভূমধ্যসাগরে অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিয়ে একটি নৌকা ডুবে গেছে। এ ঘটনায় ১৭ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ আরও অন্তত ৩০ জন। ইতালির কোস্টগার্ড এসব তথ্য জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে রবিবার ইতালির কোস্টগার্ড জানায়, প্রতিকূল আবহাওয়া কারণে অভিবাসন প্রত্যাশীদের বহনকারী নৌকাটি ডুবে যায়। এ ঘটনায় উদ্ধার কাজ চলছে। উদ্ধারকাজে সহায়তা করছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিয়ে

নৌকাটি লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি যাচ্ছিল বলে টুইটে জানিয়েছে মেডিটেরিয়ান সার্ভিং হিউম্যান চ্যারিটি। সংস্থাটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রবিবার সকালে ডুবে যাওয়ার সময় নৌকাটি লিবিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বেনগাজি থেকে ১৭৭ কিলোমিটার উত্তর–পশ্চিম উপকূলে ছিল। তবে নৌকাডুবির ঘটনায় উদ্ধার হওয়া কিংবা নিখোঁজ অভিবাসন প্রত্যাশীরা কোন দেশের নাগরিক, প্রাথমিকভাবে তা জানানো হয়নি। চলতি বছর এ পর্যন্ত ১৭ হাজার অভিবাসন প্রত্যাশী ইতালিতে পৌঁছেছেন। ২০২২ সালের প্রথম

আড়াই মাসে এ সংখ্যা ৬ হাজার ছিল। গত বছরের অক্টোবরে ইতালিতে রক্ষণশীল সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অভিবাসন প্রত্যাশীদের চল কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেও এ কাজে খুব একটা সফলতা দেখাতে পারেনি নতুন এ সরকার। ভূমধ্যসাগর হয়ে নৌকায় চপে অবৈধ উপায়ে ইউরোপে পাড়ি জমানোর প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে প্রতিবছরই শত শত অভিবাসন প্রত্যাশীর প্রাণহানি হচ্ছে।

রাষ্ট্রসংঘের হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছর এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে ভূমধ্যসাগরে ৩০০ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু হয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় জোড়া নৌকাডুবি, ৮ জনের মৃত্যু

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৩ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণ উপকূলে জোড়া নৌকাডুবির ঘটনায় অন্তত আটজনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সময় রবিবার নৌকাডুবির এই ঘটনা ঘটে। উদ্ধারকর্মী ও স্থানীয় জরুরি সেবা বিভাগের কর্মীদের দাবি, সন্দেহভাজন

মানবপাচারকারীরা ডুবে যাওয়া এই দুই নৌকায় করে অবৈধভাবে অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিয়ে আসছিলেন। সান দিয়েগো শহরের লাইফগার্ডের প্রধান জেমস গার্টল্যান্ড বলেছেন, আমরা আটটি প্রাণ হারালাম। সমুদ্রপথে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে আসার সময় মৃত্যুর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অভিবাসন প্রত্যাশীদের অবৈধভাবে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সময় ক্যালিফোর্নিয়ায় বিশেষ করে সান দিয়েগোয় আমার দেখা এটি সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। তবে নৌকাডুবির ঘটনায় প্রাণ হারানো ব্যক্তির কোন দেশের নাগরিক তা এখনো জানা যায়নি। এদিকে



যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণ উপকূলের এই সেই ব্ল্যাক ফটো ৪ রয়টার্স

নৌকা দুটি কী কারণে ডুবেছে তা—ও জানা যায়নি। তবে লাইফগার্ড প্রধান গার্টল্যান্ড যেখানে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে সেই এলাকাকে বিপজ্জনক বলে বর্ণনা করেন। এর কারণ হিসেবে উল্টো শ্রোতের কথা বলেন তিনি। গার্টল্যান্ড বলেন, স্প্যানিয় ভাষায় কথা বলে এমন একজন ব্যক্তি শনিবার মধ্যরাতের কিছুক্ষণ আগে জরুরি সেবা বিভাগে ফোন করে জানান, মোস্কিকো সীমান্ত থেকে অদূরে টরি পিনস সৈকতের কাছে দুটি

ছোট ও খোলা নৌকা ডুবে গেছে। নৌকা দুটির একটিতে আটজন এবং অপর নৌকাটিতে ১৫ জন আরোহী রয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান উদ্ধার কর্মীরা। তবে তাঁরা জীবিত কাউকে উদ্ধার করতে পারেননি। তবে গার্টল্যান্ড জানান, দুই নৌকার আরোহীদের কেউ কেউ হয়তো উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে আসার আগে উপকূল ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। তবে জোড়া নৌকাডুবির ঘটনায় প্রাণ হারানো আট ব্যক্তি কোন দেশের নাগরিক জানা যায়নি।

কেএনডিএফ–এর তথ্যমতে মায়ানমারে মঠে সেনা হামলায় ৩০ জন নিহত

নাইপাইতাও, ১৩ মার্চ : মায়ানমারের দক্ষিণাঞ্চলীয় শান রাজ্যের একটি মঠে সেনাবাহিনীর গুলিতে অন্তত ৩০ জন নিহত হয়েছেন। শনিবার নান নেইন গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া পাশের গ্রামে নিহত হয়েছেন সাতজন। দেশটির বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী দ্য কারেনি ন্যাশনালিটিজ ডিফেন্স ফোর্স (কেএনডিএফ) এ তথ্য জানিয়েছে। দুই বছর আগে সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জাভা দেশটির ক্ষমতা দখল করার পর থেকে সেনাবাহিনী এবং সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের ঘটনা বেড়েই চলেছে। কেএনডিএফের ভাষ্য, শনিবার গোলা নিষ্ক্ষেপের পর স্থানীয় সময় বিকেল চারটার দিকে বিমান বাহিনী ও আর্টিলারি বাহিনী গ্রামে ঢুকে পড়ে। এরপর তারা মঠের ভেতরে লুকিয়ে থাকা গ্রামের বাসিন্দাদের বাইরে এনে হত্যা করেন। কেএনডিএফের পক্ষ থেকে দেওয়া এক ভিডিওতে ২১টি মরদেহ দেখা যায়, যার



মায়ানমারে সেনা হামলার পর মত ও তত সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বলছে। ছবি দ্য কারেনি ন্যাশনালিটিজ ডিফেন্স ফোর্স–এর ফেসবুক থেকে।

মধ্যে ৩টি বৌদ্ধ ভিক্ষুর, তাঁদের পরনে ছিল কমলা রঙের পোশাক। মরদেহগুলো মঠের বাইরে স্তূপ করে রাখা। মরদেহগুলোয় একাধিক গুলির আঘাতের চিহ্ন ছিল। ভিডিওতে দেখা গেছে মঠের দেয়ালগুলো ছিন্ন হয়ে গেছে। স্থানীয় পত্রিকা দ্য কান্তরাওয়াদ্দি টাইমস কেএনডিএফের এর মুখপাত্রকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, মনে হচ্ছে সেনারা মঠে ঠাঁই নেওয়া লোকজনকে সেখান থেকে বের

সময় গ্রামের লোকজন ভেবেছেন তাঁদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ স্থান হলো মঠ। পবিত্র এই জায়গায় অন্তত কেউ আঘাত করবে না। তবে সৈন্যরা গ্রামে ঢুকার আগে অন্যদের বের করে নেওয়া হয়েছিল। বিস্তারিত ঘটনার সত্যতা বিবিসি যাচাই করতে পারেনি। তবে মায়ানমারের এই অংশে নিরস্ত্র মানুষের ওপর হামলা নতুন কোনো ঘটনা নয়। কেএনডিএফ বিবিসিকে বলে, জাভা সেনারা ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে নান নেইন এলাকা ও সেখানকার মঠের দিকে এগোতে থাকলে সেখানে সংঘর্ষ ও লড়াইয়ে ঘটনা বেড়েই চলেছে। শান রাজ্য থেকে কায়াহ রাজ্যে যাওয়ার মূল সড়কে পড়ে নান নেইন এলাকাটি। জাভাদের বিশ্বাস যুদ্ধরত বিদ্রোহী দলগুলোকে অস্ত্র সরবরাহের জন্য এই রাস্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়া এ এলাকায় বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, যেমন পা–ও, শাস ও কারেদি লোকজনের বসবাস রয়েছে।

পরোয়ানা

হওয়া মামলায় ওই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। তিনি ইমরানকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করার মধ্যে ইমরানকে তাঁকে গ্রেপ্তার করতেও যায়। এর আগে তোশাখানা মামলায় ৫ মার্চ ইমরান খানকে তাঁর লাহোরের বাসা থেকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে পুলিশ। তবে তারা সেখানে ইমরানকে পায়নি। পরদিন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লাহ বলেন, যে দল (পুলিস) খানকে (ইমরান) গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল, তাদের অনেক নাটকীয়তার মুখোমুখি হতে হয়েছে। গুপ্তদল উঠেছে, তিনি লাক্ষিয়ে তাঁর প্রতিবেশীর বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন।

ইমরান খানের বিরুদ্ধে

ইসলামাবাদ, ১৩ মার্চ : পাকিস্তানের এক নারী বিচারক ও জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তাকে হুমকি দেওয়ার মামলায় পাকিস্তান তেহরিক–ই–ইনসাফের (পিটিআই) চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। আজ সোমবার ইসলামাবাদের জেলা ও দায়রা আদালত অজমিনযোগ্য এ পরোয়ানা জারি করেন। পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরানকে গ্রেপ্তার করতে এবং ২৯ মার্চের আগে আদালতে হাজির করতে

পুলিসকে নির্দেশ দেন আদালতের বিচারক রানা মুজাহিদ রহিম। এ ছাড়া আগামী শুনানিতে এই মামলা খারিজ করতে ইমরানের আবেদনের বিষয়ে যুক্তিতর্কও শুনবেন আদালত। পুলিশি হেফাজতে নিয়ে পিটিআই নেতা শাহবাজ গিলের ওপর নির্খাতনের অভিযোগ তুলে গত বছরের ২০ আগস্ট পাকিস্তান পুলিশের নিন্দা জানান ইমরান খান। একই সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, দেশটির পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) আকবার নাসির খান, উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) ও অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক জেবা চৌধুরীর বিরুদ্ধে

মামলা করবে তাঁর দল। ইমরানের বিরুদ্ধে আগে থেকেই একাধিক আইনে মামলা রয়েছে। ইসলামাবাদ হাইকোর্টও তাঁর বিরুদ্ধে অবমাননার অভিযোগ এনেছিলেন। পরে ইমরানের ক্ষমা চাওয়ার পরিস্থেক্তিতে আদালত তাঁকে ক্ষমা করে দেন। তাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করেন ইসলামাবাদ হাইকোর্ট। এরপর সম্প্রতি ইমরানের বিরুদ্ধে নারী বিচারককে হুমকি দেওয়ার মামলা করা হয়েছে। হুমকির ওই মামলা শুনানি চলছিল আজ শুনানিতে ইমরান সশরীর হাজির হবেন না–এ অনুমতি দিতে আবেদন

করেছিল তাঁর দল পিটিআই। তবে বিচারক রানা মুজাহিদ রহিম আবেদন খারিজ করে বলেন, আজকের মধ্যে ইমরান আদালতে হাজির না হলে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হবে। বিচারকের এই শুনানি অনুসারে, আদালতে হাজির না হওয়ায় ইমরানের বিরুদ্ধে এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হলো। এর আগে ইমরানের বিরুদ্ধে অজমিনযোগ্য অপর একটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ১০ মার্চ স্থগিত করেছেন বেলুচিস্তান হাইকোর্ট। আগের দিন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বাশির আহমেদ কোয়েটার একটি থানায়

লোকজনের বসবাস রয়েছে।

সদস্য, পাঁচবার মন্ত্রী এবং এক মেয়াদে স্পিকার হয়েছেন দেশটির। করোনা মহামারির কারণে অর্থনৈতিক গোলযোগের মধ্যে পড়ে নেপাল। এরপর থেকেই দেশটিতে জিনিসপত্রের দাম বাড়া শুরু হয়। দুই বছর পর আবারও ইউক্রেন–রাশিয়া যুদ্ধের কারণে অন্যান্য দেশের মতো নেপালেও বেড়েছে সব পণ্যের দাম। নেপালে ৬ বছরের মধ্যে মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ ৮ শতাংশের বেশি। এ ছাড়া গত কয়েক বছরে পর্যটকদের আনাগোনা কমেছে দেশটিতে। দেশটির প্রায় এক–পঞ্চমাংশ মানুষ ২ ডলারের চেয়ে কম আয়ের মধ্যে জীবনযাপন করছে।

নিষ্প্রাণ ড্র আহমেদাবাদ টেস্ট

ভারতের দখলেই রইল বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস ৪৮০, দ্বিতীয় ইনিংস ১৭৫/২ (হেড ৯০, লাভুশানে ৬৩) ভারত প্রথম ইনিংস ৫৭১

ম্যাচ ড্র।

আমাদাবাদ, ১৩ মার্চ : বর্ডার গাভাসকর ট্রফি ভারতের দখলেই থাকল। আহমেদাবাদে চতুর্থ টেস্টে (১) ড্র হতেই ২-১ ফলে সিরিজ জিতে নিল ভারত। বিরাট কোহলি, শুভমন গিলের সেঞ্চুরি সত্ত্বেও ম্যাচে জয় পেল না রোহিত ব্রিগেড।

২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়া থেকে সিরিজ জিতেছিল ভারত। এবার দেশের মাটিতেও সিরিজ জিতে ভারতের দখলেই রইল এই ট্রফি। ম্যাচের শেষ দিনে ১৭৫ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। তারপরেই



ম্যাচ শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন দুই দলের অধিনায়ক।

আহমেদাবাদের পাঁচা পিচে প্রথম দিন থেকেই সাবলীল ব্যাটিং করেন দুই দলের ব্যাটাররা। প্রথম

ইনিংসে ৪৮০ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। উসমান খোয়াজা ও ক্যামেরন গ্রিনের জোড়া সেঞ্চুরিতে চালকের আসনে ছিল অজিরাই। তবে পালটা ব্যাট করতে নেমে

সেঞ্চুরি হাঁকান শুভমন গিল। সাড়ে তিন বছরের খরা কাটিয়ে সেঞ্চুরি করেন বিরাট কোহলিও। চতুর্থ টেস্টে নজরকাড়া ব্যাটিং করেন অক্ষর প্যাটেল ও শ্রীকর

ভরতা অজিদের পালটা ৫৭১ রান তোলে ভারত। চতুর্থ দিনের শেষে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। তারপর থেকেই ভারতের টেস্ট জয়ের আশা ক্রমশ কমতে শুরু করে।

পঞ্চম দিনের শুরুতে ম্যাথিউ কুনেম্যানের উইকেট পেলেও সেভাবে চাপ তৈরি করতে পারেননি ভারতীয় বোলাররা। দুরন্ত ইনিংস খেলেন ট্র্যান্ডিস হেড ও মার্নাস লাভুশানে। মাত্র ১০ রানের জন্য সেঞ্চুরি ফস্কান হেড। ল্যাঞ্চের কিছুক্ষণ পরেই ইনিংস শেষ করে দেন অজি অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। এই ড্রয়ের ফলে ২-১ ফলে সিরিজ জিতল ভারত। সেঞ্চুরি করে ম্যাচের সেরা হলেন বিরাট কোহলি।



আমেদাবাদ, ১৩ মার্চ : হলই বা আমেদাবাদ টেস্ট নিষ্ফলা, সিরিজ গেল ভারতের ঝুলিতেই। এই নিয়ে টানা চতুর্থ বার বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি জিতল ভারত। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্ট ড্র হলেও আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম পয়া হয়ে রইল বিরাট কোহলির কাছে। কারণ এই মাঠেই কোহলির তিন বছরের টেস্ট সেঞ্চুরির খরা কেটেছে। চতুর্থ টেস্টের চতুর্থ দিন ৩৬৪ বলে ১৮৬ রানের অসাধারণ ইনিংস উপহার দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। তাঁর এই ইনিংসের সুবাদে গ্লোয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার গিয়েছে কোহলির ঝুলিতে। পুরনো কোহলিকে খুঁজে পেয়ে বিরাট ভীষণ আনন্দিত। দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পেরে বিরাট বেশ খুশিও। ম্যাচের শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কী বললেন কোহলি?

তিন বছর তিন মাস ১৯ দিন পর টেস্টে শতরান হাঁকিয়েছেন বিরাট। তারপর তাঁর সেলিব্রেশনে সেই অর্থে উজ্জ্বাস দেখা যায়নি। কেরিয়ারের ২৮তম টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন কোহলি। তাও আবার বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির শেষ ও গুরুত্বপূর্ণ টেস্টে। বিরাট মাঠে নামা মানেই ক্রিকেট প্রেমীদের কাছে একরাশ প্রত্যাশা জেগে উঠত। গত কয়েক বছর টেস্ট ক্রিকেটে কোহলি দর্শকদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছিলেন না। যার ফলে তিনি নিজেও হতাশ হয়েছেন। অবশেষে তিনি ছন্দে ফিরলেন, এল সেঞ্চুরিও। ম্যাচের শেষে কোহলি বলেন, একজন গ্লোয়ার হিসেবে নিজের কাছে আমার কাছে যে প্রত্যাশাগুলি রয়েছে, তা আমার কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। গত ১০ বছর যে তাগিদ নিয়ে খেলেছি, বেশ কিছু সময় ধরে সেটা কোথাও যেন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তাই আমি সেটার কারণটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে গিয়েছি। নাগপুরে প্রথম ইনিংস থেকে আমি সতিই ভালো ব্যাটিং করছি বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমরা দলের জন্য যতক্ষণ সম্ভব ব্যাটিংয়ে বেশি মনোযোগ দিয়েছিলাম। আমিও সেটাই করেছি। আমি

বিরাট অসুস্থ!

অনুস্মার দাবি উড়িয়ে

দিলেন অক্ষর

আমেদাবাদ, ১৩ মার্চ : তিনবছর পর বিরাট কোহলির শতরান নিয়ে সারাদিন ধরে আলোচনা ক্রিকেট পাড়ায়। শুধু সেঞ্চুরিই নয়, মাত্র ১৪ রানের জন্য দিশভ্রান্তের গোড়া থেকে ফিরে এসেছেন বিরাট। কোহলির ইনিংস নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় হইহুইয়ের শেষ নেই। লাল বলের ফরম্যাটে কিং কোহলিকে স্বমহিমায় দেখে স্তম্ভিত অনুরাগীরা। তাইই মধ্যে ইনস্টা স্টোরিতে রীতিমতো বোমা ফাটিয়েছেন কোহলি-জয়া অনুস্মা শর্মা। অভিনেত্রীরা দাবি, বিরাট অসুস্থতা নিয়ে চতুর্থ দিনে টানা ব্যাট করে গিয়েছেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও হির থেকে ঐর্থে ধরে ব্যাটিং করেছেন। এসব দেখে কোহলির কাছে প্রতিমুহূর্ত অনুপ্রাণিত হন বলে জানিয়েছেন অনুস্মা। তাঁর দাবি অবাক করে দিয়েছে ক্রিকেট সমর্থকদের। অসুস্থতা নিয়ে টানা কী করে খেলে গেলেন বিরাট? জানতে চান অনুরাগীরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন অনুস্মার ইনস্টা স্টোরি ভাইরাল তখন অন্য কথা বললেন সত্যীর্থ অক্ষর প্যাটেল। এক কথায় বিরাট-পত্নীর দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন অক্ষর। ক্রিকেটে বড় রান গড়ার প্রথম শর্ত হল দুর্দান্ত পার্টনারশিপ। তাঁদের জুটি চাপে ফেলে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া শিবিরকে। বিরাট কোহলি ও অক্ষর প্যাটেল ১৬২ রানের জুটি গড়েন। খেলেন ২১৫টি বলা। এই পার্টনারশিপে কোহলি ও বিরাটের অবদান ছিল ৭৯ করে রান। ষষ্ঠ উইকেটে বিরাট-অক্ষর মিলে প্রথম ইনিংসে ভারতের স্কোর পাঁচশোর উপরে নিয়ে যান। অক্ষর ৭৯ রান করে আউট হন। বিরাট করেন ১৮৬ রান। যাই হোক, এই পুরো সময়টা ধরে অক্ষরের একমাত্র মনে হয়নি বিরাট অসুস্থ। বিরাট অসুস্থ বলে কারও কাছে শোেনেননি। তাই সাংবাদিক বৈঠকে অনুস্মার দাবি নিয়ে প্রশ্ন ভেসে আসতেই অবাক হয়ে যান অক্ষর। বলেন, আমি ঠিক জানি না (বিরাট অসুস্থ কি না)। কিন্তু ও যেভাবে রান নিচ্ছিল, দেখে মনে হয়নি অসুস্থ বলে। এই গরমের মধ্যে যেভাবে আমার সঙ্গে পার্টনারশিপ গড়েছে এবং যেভাবে দৌড়েছে তাতেওর সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলে ভালো লেগেছে। কথাগুলো বলতে বলতে মুচকি হাসছিলেন অক্ষর। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে সর্বাধিক রানের অধিকারী এখন বিরাট।

ওডিআই ক্রিকেটকে বাঁচাতে হলে ভবিষ্যতে ৪০ ওভারের করা উচিত-দাবি রবি শাস্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : ওডিআই ক্রিকেট ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। আর তার জন্য একদিনের ক্রিকেটের ওভার কমানোর পরামর্শ দিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। আমদাবাদে চতুর্থ ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট চলাকালীন খেলাধুলার ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনার সময়ে ৫০-ওভারের ফর্ম্যাটের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রবি শাস্ত্রী।

এমনকিই বিশেষজ্ঞদের দাবি, টি-টোয়েন্টির চাপে ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে ওডিআই ক্রিকেট। তবে ওডিআই ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা কী ভাবে বাড়বে, তার উপায় বাতলালেন বরি শাস্ত্রী। তাঁর দাবি, জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য কমানতে হবে ওভার। ধারার পরিবর্তন না করলে তিন ধরনের ক্রিকেট এক সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া



হয়তো কঠিন হবে।

রবি শাস্ত্রী বলেছেন, এক দিনের ক্রিকেটকে প্রাসঙ্গিক রাখতে হলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৪০ করতে হবে। যখন আমরা প্রথম এক দিনের বিশ্বকাপ জিতেছিলাম, তখন ৬০ ওভারের খেলা হত। মানুষের ঐর্থে এবং সময় কমার কারণে সেটা কমিয়ে ৫০ ওভার করা হয়েছিল। আমার মনে হয় সময় এসে গিয়েছে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৪০ করার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন দরকার। খেলার সময় কমানো দরকার।

আসলে যবে থেকে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট চালু হয়েছে, তবে থেকে ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা কমছে ওডিআই ক্রিকেটের। আর জনপ্রিয়তা বাড়াতে চাই ফর্ম্যাচের প্রয়োজন। ভারতের প্রাক্তন কোচের দাবি, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট আসার পর থেকে ক্রিকেটাররাও অনেকেই এই ক্রিকেট খেলতে খুব একটা

আগ্রহ পাচ্ছেন না। অনেকেই এখন দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলার থেকে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছেন বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলার বিষয়ে।

রবি শাস্ত্রী বলেছেন, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটই এখন আসল। এই ক্রিকেটই পরিবর্তনের ভাবনা নিয়ে এসেছে। ২০ ওভারের ক্রিকেট থেকেই এখন সিংহ ভাগ আয় হচ্ছে। আমার মতে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের সংখ্যা কমানো উচিত। বিশ্ব জুড়ে বেশ কয়েকটা টি-

টোয়েন্টি লিগ হচ্ছে। আমাদের উচিত এই লিগগুলোর পাশে থাকা।

এক দিনের বিশ্বকাপ থাকুক। প্রয়োজন হলে বিশ্বকাপের আগে দু'একটা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হোক। তা হলেই তিন ধরনের ক্রিকেটকে টিকিয়ে রাখা যাবে।

এক দিনের ক্রিকেট নিয়ে রবি শাস্ত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করলেও, টেস্টে ক্রিকেটের বিষয়ে কিন্তু তিনি যথেষ্ট আশাবাদী। এই ফর্ম্যাটের আলোদা গুরুত্ব আছে বলে তিনি মনে করেন। রবি শাস্ত্রী বলেন, টেস্ট ক্রিকেটটা পুরো ভিন্ন। টেস্ট ক্রিকেট থাকবে এবং এই ফর্ম্যাটকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আমার মনে হয়, ভারতে সব ধরনের ক্রিকেটের নিজস্ব জায়গা রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়াতেও রয়েছে।

পেনাল্টি শট আউটে জিতে আইএসএল ফাইনালে বেঙ্গালুরু এফসি

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : উত্তেজনায় ঠাসা লড়াইয়ের শেষে পেনাল্টি শট আউটে নিষ্পত্তি হল হিরো আইএসএলের দ্বিতীয় সেমিফাইনালের। শেষ পর্যন্ত মেহতাব সিংয়ের শট আটকে দিয়ে জয় ছিনিয়ে নেন বেঙ্গালুরু এফসি-র গোলকিপার গুরুপ্রীত সিং সান্দু এবং তাঁর এই অসাধারণ সেভের সঙ্গে বেঙ্গালুরু এফসি পৌঁছে যায় চলতি হিরো আইএসএলের ফাইনালে।

আগামী শনিবার ফতোরদার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে সুনীল ছেত্রীর দল খেলবে অপর সেমিফাইনালের দুই দল এটিকে মোহনবাগান অথবা হায়দরাবাদ এফসি-র মধ্যে কোনও এক দলের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে তৃতীয়বার হির আইএসএলের ফাইনালে উঠল বেঙ্গালুরু এফসি। আগের দুবারের মধ্যে একবার চ্যাম্পিয়ন ও একবার রানার্স আপ হয় তারা। চলতি মরসুমের শুরুতে ডুরান্ড কাপেও চ্যাম্পিয়ন হয় তারা। ফাইনালে এই মুহূর্তে সিটি এফসি-কেই হারায় তারা। এ বার হিরো আইএসএলেরও খেতাবের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তারা।

রবিবার বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিভাড়া স্টেডিয়ামে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টানটান উত্তেজনায় ভরপুর দ্বিতীয় সেমিপাইনালের

দ্বিতীয় লেগের নির্ধারিত নব্বই মিনিটে মুম্বাই সিটি এফসি ২-১-এ এগিয়ে থাকলেও প্রথম লেগে বেঙ্গালুরু ১-০-য় জিতে থাকায় মোট গোলের ব্যবধান দাঁড়ায় ২-২।

অতিরিক্ত সময়ের দুই অর্ধে কোনও গোল না হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় পেনাল্টি শট আউট পর্যন্ত। সেখানেও নির্ধারিত পাঁচটি করে শটের সবক'টিতেই গোল করে দুই দল। এর পরে সাডেন ডেথ শুরু হলে নবম রাউন্ডে মুম্বাই সিটি এফসি-র ডিফেন্ডার মেহতাব সিং-এর শট বাঁচান গুরুপ্রীত। বেঙ্গালুরুর ডিফেন্ডার সন্দেশ বিদ্বান তাদের নবম রাউন্ডের শট জালে জড়াতেই উল্লাসে ফেটে পড়েন বেঙ্গালুরুর সমর্থকেরা। পেনাল্টি শট আউটে ফল হয় ৯-৮।

চলতি হিরো আইএসএল ২০২২-২৩-এর অন্যতম সেরা ম্যাচটি এ দিন দেখলেন ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরা। এদিন প্রথম মিনিট থেকে ১২০তম মিনিট পর্যন্ত দুই দলই কাঁখে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে। ২২ মিনিটের মাথায় শিবশক্তি নারায়ণের ক্রসে মাথা ঝুঁইয়ে বেঙ্গালুরু এফসি-কে এগিয়ে দেন হাভিয়ে হার্নান্ডেজ। ৩০ মিনিটের মাথায় রাওলিন বোর্জেসের গোলমুখী শট গুরুপ্রীতের গায়ে লেগে ফিরে এলে

সেই বল জালে জড়িয়ে দিয়ে মুম্বাই এফসি-র পক্ষে সমতা আনেন বিপিন সিং। প্রথমার্ধ ১-১ থাকার পরে দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের ৬৬ মিনিটের মাথায় গ্রেগ স্টুয়ার্টের কর্নারে উড়ে আসা বলে হেড করে দলকে এগিয়ে দেন মেহতাব সিং। কিন্তু ফাইনালে ওঠার জন্য তখন দুই দলেরই প্রয়োজন ছিল আরও এক গোল, যা অতিরিক্ত সময়েও করতে পারেনি কেউই। টাইব্রেকের প্রথম পাঁচটি শটে মুম্বাইয়েরই হয়ে পরপর হয়ে গোল করেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট, জর্জ পেরেইরা দিয়াজ, ছাওতে, আহমেদ জাহ ও রাহুল ভেঙ্কে। বেঙ্গালুরুর হয়ে গোল করেন হাভিয়ে হার্নান্ডেজ, রয় কৃষ্ণা, অ্যালান কোস্টা, সুনীল ছেত্রী ও পাবলো পেরেস।

টাই ব্রেকার ৫-৫-এ শেষ হওয়ায় শুরু হয় সাডেন ডেথ এবং মুম্বাইয়ের বিক্রম প্রতাপ সিং, মোর্গান ফল ও বিনীত রাইয়ের গোলের উপযুক্ত জখাব দেন প্রবীর দাস, রোহিত কুমার ও সুরেশ সিং (৮-৮)।

কিন্তু এর পরই মুম্বাইয়ের ছন্দপতন ঘটে মেহতাব সিংয়ের শট গুরুপ্রীত বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আটকে দেওয়ায়। সব শেষে বেঙ্গালুরুর শেষ শটে গোল করতে বিপদমাত্র ভুল করেননি সন্দেশ বিদ্বান। এ দিন প্রথমার্ধে মুম্বাই সিটি

এফসি পেনাল্টি পেলেও গ্রেগ স্টুয়ার্টের শট আটকে দেন গুরুপ্রীত। স্বাভাবিক ভাবেই তিনিই এ দিন ম্যাচের নায়কের সম্মান জিতে নেন। দুই দলের মধ্যেই এ দিন হাফডাড্ডি লড়াই হয়। সমানে সমানে এ রকম লড়াই এ বারের হিরো আইএসএলে আর দেখা গিয়েছে বলে মনে হয় না। দুই দলই আটটি করে শট গোলে রাখে এদিন। বল দখলে (৩৯-৬১) ও পাসিংয়ে বেঙ্গালুরু অবশ্য পিছিয়েই ছিল। মুম্বাই সিটি এফসি যেখানে ৬৭০টি পাস খেলে, সেখানে ৩৩২টি পাস খেলেন সুনীল ছেত্রীরা। দুই গোলকিপারকেও এ দিন কড়া পরীক্ষার সামনে পড়তে হয়। ১২০ মিনিটের লড়াইয়ে গুরুপ্রীত যেখানে ছ'টি সেভ করেন, সেখানে মুম্বাইয়ের গোলকিপার ফুর্কা ল্যচেনপা সাতাটি প্রায় অবধারিত গোল বাঁচান।

আক্রমণেও মুম্বাইয়ের ফুটবলাররা ছিলেন কিছুটা এগিয়ে। ১১টি গোলের সুযোগ তৈরি করেন তাঁরা। গ্রেগ স্টুয়ার্ট একাই পাঁচটি সুযোগ তৈরি করেন। বেঙ্গালুরুর রয় কৃষ্ণা, শিবশক্তিরা ছ'টি গোলের সুযোগ তৈরি করেন। ম্যাচের শেষ শটের আগে পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারেনি কারা ফাইনালে খেলতে চলেছে। কিন্তু ঘরের মাঠে শেষ হাসি হাসেন রয় কৃষ্ণারাই।

আমেদাবাদ, ১৩ মার্চ :

চোটের কারণে চলতি আহমেদাবাদ টেস্টের তৃতীয় দিন আর ব্যাট হাতে নামতে পারেননি শ্রেয়াস আইয়ার। এবার শোনা যাচ্ছে, শুধু এই টেস্টেই নয়, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজেও হয়তো খেলতে পারবেন না ভারতীয় দলের তারকা ব্যাটার। যা নিঃসন্দেহে টিম ইন্ডিয়ার জন্য বড় ধাক্কা।

ওয়ানডে ফরম্যাটে ধারাবাহিক পারফর্ম করে নিজেকে প্রমাণ করেছেন শ্রেয়াস। ভারতীয় দলের মিডল অর্ডারের অন্যতম ভরসা তিনি। তাই অজিদের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে না থাকাটা রোহিত শর্মাদের কাছে খারাপ খবর বইকী। বেশ কিছুদিন ধরেই পিঠের চোট ভোগাছিল শ্রেয়াসকে। চলতি সিরিজের প্রথম ম্যাচেও খেলেননি তিনি। তাঁকে ফেরানো হয় দ্বিতীয়



ম্যাচ থেকে। দুটি ম্যাচ খেলার পর আহমেদাবাদ টেস্টেও তাঁকে দলে রাখা হয়েছিল। ম্যাচের তিনদিন ডাকার পরই ফের পিঠের বাথা মাখাচাড়া দিয়ে ওঠে। আর তাতেই আর এদিন ব্যাট করে পারেননি তিনি। ভারতীয় বোর্ডের তরফে খবর, চোট কতখানি গুরুতর, তা দেখতে স্থান করা হয়েছে। বোর্ডের মেডিক্যাল টিম তাঁর পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। এরপরই সংবাদ

সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা যায়, ১৭ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা ওয়ানডে সিরিজে তিনি অনিশ্চিত। অর্থা চলতি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে যে তাঁর নামার কোনও সম্ভাবনা নেই, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। চোট সারিয়ে ফেরার পরই শ্রেয়াসকে দলে নেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন এক প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক। তাঁর বক্তব্য, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রায় ১৭০ ওভার ফিল্ডিং করার পরই হয়তো ফের পিঠে বাথা অনুভব করেছেন শ্রেয়াস। কিন্তু জাতীয় দলে ডাকার আগে কেন কোনও ক্রিকেটারকে অন্তত একটা ঘরোয়া ম্যাচে খেলানো হচ্ছে না? তাহলে তিনি সম্পূর্ণ ফিট কি না, তা যাচাই করে নেওয়া যায়। সব মিলিয়ে বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিমের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠে গেলে।

মেয়েদের আইপিএল-স্ট্রাপ

সব ম্যাচ জিতে এক নম্বরে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, অর্ধেক টুর্নামেন্ট শেষে তলানিতে আরসিবি

মুম্বাই, ১৩ মার্চ : দেখতে দেখতে উইমেল প্রিমিয়ার লিগের অর্ধেক ম্যাচ শেষ। অর্ধেক লিগ পর্যায় শেষের অর্থ, প্রতিটি দল নিজেদের ৪টি করে ম্যাচ খেলে ফেলেছে। একমাত্র মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স নিজেদের চারটি মাঠেই জয় তুলে নিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই অপরাজিত থেকে লিগ টেবিলের শীর্ষস্থান নিজেদের দখল রেখেছেন হরমণপ্রীতরা। তারকাখচিত স্লোয়াড গড়েও এখনও একটিও ম্যাচ জিততে পারেনি রয়্যাল চ্যাঞ্জেস ব্যাস্কালোর। টুর্নামেন্টে তারাই একমাত্র দল, যারা এখনও পয়েন্টের খাতা খোলেনি। অর্থাৎ, সব ম্যাচ হেরে লিগ টেবিলের একেবারে শেষে রয়েছে স্মৃতি মন্ডনার নেতৃত্বাধীন আরসিবি।

দিল্লি ক্যাপিটালস তাদের একটি ম্যাচ হারে মুম্বাইয়ের কাছে। বাকি তিনটি ম্যাচে তারা হারিয়ে দেয় আরসিবি, গুজরাট জায়ান্টস ও ইউপি ওয়ারিয়র্জকে। চার ম্যাচের ৬টি জিতে শেফালি বর্মারা রয়েছেন লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে।

দীপ্তি শর্মাদের ইউপি ওয়ারিয়র্জ ৪ ম্যাচের ২টিতে জয় তুলে নিয়েছে এবং হেরেছে ২টি ম্যাচ। ইউপি হারিয়েছে আরসিবি ও গুজরাট জায়ান্টসকে। হেরেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে। আপাতত লখনউয়ের ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়েছে লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে। স্নেহ হান্নার গুজরাট জায়ান্ট একমাত্র আরসিবিকে হারানতে সক্ষম হয়। বাকি তিনটি ম্যাচে তারা হেরে যায় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, দিল্লি ক্যাপিটালস ও

ইউপি ওয়ারিয়র্জের কাছে। কোনওরকমে পয়েন্টের খাতা খুললেও গুজরাট রয়েছে লিগ টেবিলের চার নম্বরে। **উইমেল প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিল :-**
১. মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স : ম্যাচ-৪, জয়-৪, হার-০, পয়েন্ট-৮ (নেট রান-রেট : ৩.৫২৪)
২. দিল্লি ক্যাপিটালস : ম্যাচ-৪, জয়-৩, হার-১, পয়েন্ট-৬ (নেট রান-রেট : ২.৩৬৮)
৩. ইউপি ওয়ারিয়র্জ : ম্যাচ-৪, জয়-২, হার-২, পয়েন্ট-৪ (নেট রান-রেট : ০.০১৫)
৪. গুজরাট জায়ান্টস : ম্যাচ-৪, জয়-১, হার-৩, পয়েন্ট-২ (নেট রান-রেট : -৩.৬৯৭)
৫. রয়্যাল চ্যাঞ্জেস ব্যাস্কালোর : ম্যাচ-৪, জয়-০, হার-৪, পয়েন্ট-০ (নেট রান-রেট : -২.৬৪৮)
লিগ পর্যায়ের প্রতিটি দলের ৮টি করে ম্যাচ খেলা হয়ে গেলে পয়েন্ট টেবিলের এক নম্বরে থাকা দল সরাসরি ফাইনালের টিকিট হাতে পাবে। পয়েন্টে টেবিলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে থাকা দু'দল নিজেদের মধ্যে এলিমিনেটরের লড়াইয়ে নামবে। এলিমিনেটরে যে দল জিতবে, তারা লিগ চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে।

৫ দলের টুর্নামেন্ট হওয়ায় আইপিএলের মতো ৪টি দল প্লে-অফ খেলার সুযোগ পাবে না উইমেল প্রিমিয়ার লিগে। লিগ পর্যায়ের পরেই পয়েন্ট টেবিলের একেবারে শেষে থাকা ২টি দলকে ফ্রিটিকে যেতে হবে টুর্নামেন্টে তারা হেরে যায় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, দিল্লি ক্যাপিটালস ও